CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-300 ■ 30 July, 2026 ■ আগরতলা ৩০ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

সংসদে তুমুল বির্তক

ছাত্র আন্দোলনে গুলি চালানোর অনুমোদন দিয়েছিলেন শাহ ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (আইএএনএস)।। লোকসভায় জনপরীক্ষা (অসাধু উপায় প্রতিরোধ) সংশোধনী বিল, ২০২৬ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সময় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বুধবার তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের পদক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলার পর সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হয়, যার জেরে অধিবেশন আধ ঘণ্টার জন্য মুলতবি করতে হয়।

বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে রাহুল গান্ধী দাবি করেন, আন্দোলনরত ছাত্রদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অনুমোদন দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ছাত্রদের ওপর পেলেট গান ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরএসএসের বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের অভিযোগও তোলেন।

রাহুলের এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, "আপনি কী ভিত্তিতে এমন অভিযোগ করছেন? কে আপনাকে এই তথ্য দিয়েছে? আপনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা। প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের গুরুতর অভিযোগ করা যায় না।" তিনি স্পিকারের কাছে রাহুলের মন্তব্য কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান।

প্রমাণ ছাড়া অভিযোগ
ক্ষমা চাইতে হবে ঃ বিজেপি

রিজিজু আরও বলেন, "রাহুল গান্ধীকে অবশ্যই লোকসভার মেঝেতে ক্ষমা চাইতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ এবং তাঁর পদ ও বিশেষাধিকারেরও লঙ্ঘন।" সরকারি পক্ষের সাংসদরা রাহুল গান্ধীর মন্তব্যকে 'ভিত্তিহীন' বলে দাবি করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। তবে রাহুল পাল্টা বলেন, ছাত্রদের বিরুদ্ধে এমন ধরনের পদক্ষেপের অনুমোদন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমেই হতে পারে।

এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা না করে বিরোধীরা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিতে একদশকে প্রায় ৯০ শতাংশ কমেছে রেল দুর্ঘটনা ঃ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (আইএএনএস)।। ভারতীয় রেলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতির ফলে গত এক দশকে ট্রেন দুর্ঘটনার সংখ্যা প্রায় ৮৮ শতাংশ কমেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে যেখানে ১৩৫টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে ২০২৫-২৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৬-তে। চলতি অর্থবর্ষে জুন মাস পর্যন্ত মাত্র দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে বুধবার লোকসভায় জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

লোকসভায় লিখিত জবাবে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, প্রতি ১০ লক্ষ ট্রেন-কিলোমিটারে দুর্ঘটনার হার বা 'কনসিকোয়েনশিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট ইনডেক্স' ২০১৪-১৫ সালের ০.১১ থেকে ২০২৫-২৬ সালে কমে ০.০১-এ নেমে এসেছে, যা প্রায় ৯১ শতাংশ হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। রেল মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ট্রেন পরিচালনার নিরাপত্তা বাড়াতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং এই খাতে বিনিয়োগও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে ব্যয় ছিল ৩৯,২০০ কোটি টাকা, যা ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ১,২০,৩৮৯ কোটি টাকা।

রেলমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাসহ আধুনিক বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং ব্যবস্থা ৬,৬৭১টি স্টেশনে চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি এই সমস্ত স্টেশনে সম্পূর্ণ ট্র্যাক সার্কিটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদার করতে ১০,৩৯৫টি লেভেল ক্রসিং গেটে ইন্টারলকিং ব্যবস্থাও চালু হয়েছে।

তিনি আরও জানান, সমস্ত লোকোমোটিভে ভিজিল্যান্স কন্ট্রোল ডিভাইস বসানো হয়েছে এবং কুয়াশাপ্রবণ এলাকায় কর্মরত লোকো পাইলটদের জন্য জিপিএস-ভিত্তিক ফগ সেফটি ডিভাইস সরবরাহ করা হয়েছে।

কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে গেলে চালকদের আগাম সিগন্যাল সম্পর্কে সতর্ক করতে বিদ্যুতায়িত রেলপথে সিগন্যালের আগে ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই) মাস্টে রেট্রো-রিফ্লেকটিভ সিগমা বোর্ডও স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া রেলের লাইনে ত্রুটি শনাক্ত করতে আল্ট্রাসোনিক ফ্লু" ডিটেকশন পরীক্ষা, ত্রুটিপূর্ণ রেল দ্রুত অপসারণ, দীর্ঘ রেললাইন বসানো, অ্যালুমিনো-থার্মিক ওয়েল্ডিংয়ের ব্যবহার কমিয়ে উন্নত ওয়েল্ডিং প্রযুক্তি গ্রহণের মতো পদক্ষেপও নিরাপত্তা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

রেলকর্মীদের নিরাপদ কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করতে নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে বলে জানান রেলমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা 'কবচ' ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা নির্ধারিত☛৫ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূলস্তরে সংগঠনকে সুসংগঠিত করার আহ্বান আশীষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনে বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহার নেতৃত্বে এক সাংগঠনিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জেলার সাংগঠনিক পরিস্থিতি, বুথভিত্তিক কার্যক্রম এবং আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আশীষ কুমার সাহা বলেন, সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে জনস্বার্থের বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেস আগামী দিনেও ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তিনি দলীয় কর্মীদের সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও সুসংগঠিত করার আহ্বান জানান।

সম্প্রতি ধর্মনগরে যুব কংগ্রেসের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই ।। রাজধানী আগরতলার ধলেশ্বর ১৬ নম্বর রোড এলাকায় একটি বাড়িতে গাছের ডাল কাটার সময় গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। মৃতের নাম আব্দুল মজিদ মিয়া (৫০)। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ চন্দ্রপুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার একটি বাড়িতে গাছের ডাল কাটার কাজ করছিলেন আব্দুল মজিদ মিয়া। কাজ করার সময় আচমকাই তিনি গাছ থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হলেও তার আগেই ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আনারস পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই ।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সৌজন্য উপহার হিসেবে ত্রিপুরার সুস্বাদু কিউ আনারস পাঠালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। আজ আগরতলার আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি) দিয়ে ৬০০টি কিউ আনারস বাংলাদেশের পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়।

এদিন আখাউড়া সীমান্তে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ডা. ফণিভূষণ জমাতিয়া, কনসালট্যান্ট ডা. রাজীব ঘোষ, শান্তনু দেববর্মা, ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার আধিকারিক দেবাশীষ মজুমদার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।অন্যদিকে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামে অবস্থিত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কনসাল অফিসার পঙ্কজজ্যোতি দাস, আধিকারিক সজীব চক্রবর্তী-সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন কৃষি সচিব অপূর্ব রায় জানান, সম্প্রতি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সৌজন্য উপহার হিসেবে আম পাঠানো হয়েছিল। তারই প্রতিউত্তরে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কিউ আনারস পাঠানো হয়েছে। এর মাধ্যমে দুই দেশের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ডা. ফণিভূষণ জমাতিয়া জানান, ত্রিপুরায় মূলত কিউ ও কুইনএই দুই ধরনের আনারসের চাষ হয়। এর মধ্যে জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত কুইন আনারস বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। সাধারণত মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে কুইন আনারসের ফলন হয়ে থাকে। কিউ আনারসের ফলন মূলত জুলাই ও আগস্ট মাসে হয়। কিউ আনারসের এখনও জিআই ট্যাগ নেই। ত্রিপুরা ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই জাতের আনারসের চাষ হয়ে থাকে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

জুটমিল ইস্যুতে

বাম আমলের ভুল সিদ্ধান্তের বোঝা বইছে সরকার ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই ।। জুটমিল ইস্যুতে বিরোধী দল, বিশেষ করে সিপিআই(এম)-এর অভিযোগের কড়া জবাব দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, জুটমিল নিয়ে বিরোধীরা রাজ্যের মানুষ এবং শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে জুটমিলের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘদিনের ভুল নীতি ও সিদ্ধান্তই দায়ী।

অর্থমন্ত্রী জানান, ১৯৮০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে জুটমিলে উৎপাদন শুরু হয় এবং ১৯৮১ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন চালু হয়। সেই সময় কৃষকদের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের মাধ্যমে পাটচাষে উৎসাহ সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই শিল্প গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জুটমিলকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তাঁর দাবি, জুটমিল পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হয় এবং দাদাগিরির পরিবেশ তৈরি করা হয়। যেখানে মিল পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল মাত্র ৮০৭ জন শ্রমিক, সেখানে নিয়োগ করা হয় ২ হাজার ২৫৩ জন। ফলে প্রতিষ্ঠানের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে সেই বোঝা রাজ্য সরকারের ওপর এসে পড়ে।

প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, বর্তমানে জুটমিল সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে রাজ্য সরকারকে প্রায় ২২০ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে। আদালতের নির্দেশ মেনেই সরকার এই অর্থ প্রদান করছে। তিনি জানান, জুটমিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, সেই সময় যদি হাইকোর্টের রায় মেনে নেওয়া হতো, তাহলে মাত্র ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়েই বিষয়টির নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় আজ রাজ্যকে বহু গুণ বেশি আর্থিক বোঝা বহন করতে হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, জুটমিল শ্রমিকদের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা না করে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে সিপিআই(এম) এই ইস্যুতে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য তুলে ধরে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর কথায়, 'জুটমিল শ্রমিকদের সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সংসদে জনজাতি যুবাদের দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের দাবি রাজীবের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই।। রাজ্যসভায় ত্রিপুরার জনজাতি যুব সমাজের ক্ষমতায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর আবাসিক দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি বলেন, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস সরকারের আমলে ত্রিপুরার যুব সমাজ, বিশেষ করে জনজাতি যুবকদের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠনের পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি ত্রিপুরার উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। অবকাঠামো, যোগাযোগ, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একাধিক জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজ্যে উন্নয়নের ধারা আরও গতিশীল হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর আবাসিক দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে জনজাতি যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের উন্নয়নযাত্রায় আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে কুপিয়ে খুন, আহত ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই ।। সেপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার তকশাপাড়া এলাকায় এক প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর ছেলে। বুধবারের এই ঘটনায় অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তকশাপাড়ার বাসিন্দা নারায়ণ ঘোষ, যিনি পেশায় অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ছিলেন, তাঁকে বুধবার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একদল দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। বাবাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তাঁর ছেলে অভিজিৎ ঘোষও হামলার শিকার হন।

রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা দু'জনকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং পরে আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নারায়ণ ঘোষের মৃত্যু হয়। আহত অভিজিৎ ঘোষের চিকিৎসা চলছে। মৃতের পরিবারের দাবি, সুভাষ বৈদ্য, খোকন বৈদ্য, সুজিত দেবনাথ, জয় দাস এবং প্রদীপ সরকার নামে কয়েকজন ব্যক্তি এই হামলার সঙ্গে জড়িত। পরিবারের দাবি, রাবার চুরিকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনার সূত্রপাত।

ঘটনার পর অভিযুক্তরা পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। মেলাঘর থানার পুলিশ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে তল্লাশি চালাচ্ছে।

হাওড়ার পার ভাঙ্গন রোধে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই ।। হাওড়া নদীর ভাঙন রোধে চলমান প্রতিরক্ষা প্রকল্পে নিম্নমানের ও অবৈজ্ঞানিক কাজের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জিরানিয়া মহকুমার চম্পকনগর এলাকার নদী তীরবর্তী বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে একাধিকবার বিষয়টি জানানো হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নদীভাঙনের জেরে এলাকার বহু বাড়িঘর, দোকানপাট এবং জমি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নির্যাতিতা নারীদের সুরক্ষা দেওয়া পুলিশের প্রাথমিক কর্তব্য ঃ বিজয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই ।। মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য যে সমস্ত আইনি বিধান রয়েছে সেগুলি যথাযথ প্রয়োগ করার জন্য জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট সকল আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আজ উদয়পুর সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তিনি মহিলাদের সুরক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন অনেক মহিলা নির্যাতনের শিকার হয়েও নিজের এবং পরিবারের অন্যান্যদের কথা চিন্তা করে আইনি সহায়তা নিতে আসেন না। সেক্ষেত্রে পুলিশের অনেক দায়িত্বশীল ভূমিকা রয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সেন্টারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তিনি বলেন, কোনও মহিলা বা মেয়ে যদি পারিবারিক হিংসার কারণে বাড়িঘর ছাড়া হয়, তবে তাকে সুরক্ষা দেওয়া পুলিশের প্রাথমিক কর্তব্য। তার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে পুলিশকে যথাযথভাবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এজন্য মহিলাদের সুরক্ষার বিষয়ে যে সমস্ত আইনি বিধান রয়েছে সে সম্পর্কে পুলিশকে যথাযথভাবে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। তিনি বলেন, অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের মহিলারা নির্যাতিত হলে এর প্রভাব পরিবারের ছোটদের উপরও গিয়েও পড়ে। তাই এই সংবেদনশীল বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পুলিশ সহ প্রশাসনকে ভূমিকা নিতে হবে।

বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, গোমতী জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা রিংকু লাথের, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার অনির্বাণ দাস, জেলার বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসকগণ, ব্লকের বিডিও এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিকগণ। বৈঠকের শুরুতে গোমতী জেলার জেলাশাসক মহিলা স্বশক্তিকরণের ক্ষেত্রে জেলার মহিলাদের অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। রিপোর্টটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর মাতাবাড়ি ব্লকের বিপিআরসি হলে স্বসহায়ক গোষ্ঠীগুলির লাখপতি দিদি এবং রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত মহিলাদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মিলিত হন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস প্রমুখ।

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ৩০ জুলাই, ২০২৬ ইং
১৩ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

খরচ কমাইতে পদক্ষেপ!

কেন্দ্রীয় সরকারের খরচে লাগাম টানা ও সম্পদের অপব্যবহারআনাখিতে ”ওয়ান অফিসার, ওয়ান অফিশিয়াল কার” নীতি কঠোরভাবে চালুর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীনস্থ ব্যয় বিভাগ দেশের সমস্ত মন্ত্রক ও দফতরে এই নতুন অফিস মেমোর্যান্ডাম জারি করিয়াছে।কোনও সরকারি আধিকারিক যদি নিজের মূল পদের পাশাপাশি অন্য কোনও মন্ত্রক, দফতর, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা স্বশাসিত সংস্থায় অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকেন, তবুও তিনি দ্বিতীয় সরকারি গাড়ি পাইবেন না।কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা নিয়মিত কাজের জন্য বিভিন্ন সংস্থাসমূহের গাড়ি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। কেবল মাত্র দাপ্তরিক সফরে গেলে ওই গাড়ির ব্যবহার অনুমোদিত। অব্যবহৃত বা অতিরিক্ত সরকারি গাড়িগুলি নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে সেগুলি ব্যক্তিগত বা অপছন্দনীয় কাজে ব্যবহৃত না হইতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো সরকারি জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমানো, অপচয় বন্ধ করা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরাইয় আনা।

সরকারি কর্তাদের সরকারি গাড়ি ব্যবহারের উপর রাশ টানিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। এক জন কর্তার জন্য একটিই সরকারি গাড়ি বরাদ্দ থাকিবে, এমন নীতিতে হাঁটিল কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট ওই কর্তা বা আমলা যদি অন্য কোনও মন্ত্রক বা সরকারি সংস্থায় অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকেন, তবুও তাঁহার জন্য একটি গাড়িই থাকিবে। কেন এই পদক্ষেপ, তাহারও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মূলত, সরকারি গাড়ির অপব্যবহার রোধ করা, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর লক্ষ্যেই এমন নীতি চালু করিয়াছে কেন্দ্র।কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীনে থাকা ব্যয় বিভাগ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া নতুন নীতির কথা জানাইয়াছে। সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রক বা তাহার অধীনে থাকা বিভিন্ন দফতরকে সরকারি গাড়ি ব্যবহারের সংশোধিত নির্দেশিকা প্রয়োগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করিয়াছিল সরকার। সেই নির্দেশিকারই সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে নীতিটি আরও কঠোর করা হইয়াছে।নয়া নিয়ম অনুযায়ী, কোনও উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকের কাছে যদি ইতিমধ্যেই কোনও সরকারি গাড়ি থাকে, তবে তিনি আর দ্বিতীয় গাড়ির অনুমোদন পাইবেন না। অনেক আমলা বা সরকারি আধিকারিকই একাধিক মন্ত্রক বা সরকারি সংস্থায় অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। সরকার স্পষ্ট করিয়াছে, সংশ্লিষ্ট ওই আধিকারিকের জন্য একটি গাড়িই বরাদ্দ হইবে। শুধু তা-ই নয়, স্বশাসিত সংস্থা বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইলেও ওই আধিকারিক একটি সরকারি গাড়িই ব্যবহার করিতে পারিবেন।বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই নীতির লক্ষ্য হইল প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানো, সরকারি সম্পদের অপব্যবহার আটকানো, অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো। ‘এক পদ, এক গাড়ি’ নীতি বিভিন্ন মন্ত্রকের কর্তাদের মধ্যে সংহতি এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে আরও উৎসাহিত করিবে বলিয়া মনে করে সরকার।কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ব্যয় বিভাগ কর্তৃক জারি করা ”এক পদ, এক গাড়ি” নীতিটি একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশাসনিকভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অতিরিক্ত দায়িত্বের সুযোগ নিয়া বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থেকে একাধিক সরকারি গাড়ি ব্যবহারের অপব্যবহার রোধ করিতে এই নিয়ম কার্যকর করা হইয়াছে।রাজ্য সরকারগুলোরও অবিলম্বে এই নীতি গ্রহণ করা উচিতএর প্রধান কারণগুলো হইল, জনগণের করের টাকার অপচয় রোধ। রাজ্য পর্যায়ে অনেক আধিকারিক একাধিক দফতর বা পদের দায়িত্বে থাকিলে একাধিক প্রটোকল গাড়ি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এক-আধিকারিক-এক-গাড়ির নীতি চালু হইলে জ্বালানি ও গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিবে। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, নিগম বা রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা সংস্থাগুলো থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাড়ি নেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হইবে। উদ্বৃত্ত সরকারি গাড়ি বা চালকদের সঠিকভাবে কাজে লাগানো যাইবে এবং অপ্রয়োজনীয় গাড়ির ব্যবহার কমিলে কার্বন নির্গমন হ্রাস পাইবে।কেন্দ্রের মতো প্রতিটি রাজ্যেই যদি এই কঠোর নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা যায়, তবে তাহা শুধু প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতাই আনিবে না, সরকারি তহবিল ব্যবহারে এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হইবে।

আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচির মূল্যায়নে ট্রান্সরুরাল কনসাল্টিং-এর সঙ্গে টিআরএলএম-এর চুক্তি

আগরতলা, ২৯ জুলাই: গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন (টিআরএলএম) ট্রান্সরুরাল কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। স্বাক্ষরিত এই চুক্তির আওতায় ট্রান্সরুরাল কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেডকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সংস্থাটি টিআরএলএম-এর অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি) এবং তাদের সদস্যদের দেওয়া আর্থিক সাক্ষরতা প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবে।

এই প্রভাব সমীক্ষায় প্রশিক্ষণের ফলে এসএইচজি সদস্যদের আর্থিক সচেতনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভ্যাসে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে, তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। পাশাপাশি কর্মসূচির বাস্তবায়নে বিদ্যমান সাফল্য, সীমাবদ্ধতা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিও চিহ্নিত করা হবে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই সমীক্ষার ফলাফল ভবিষ্যতে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচিকে আরও কার্যকর করে তোলা এবং গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একই সঙ্গে উন্নত আর্থিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতার মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জীবিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক হবে।

সরকারি সূত্রের দাবি, টিআরএলএম-এর এই উদ্যোগ টেকসই গ্রামীণ জীবিকা, দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি সংস্থার ধারাবাহিক অঙ্গীকারেরেই প্রতিফলন।

ত্রিপুরায় গাঁজা পাচারে বিহারের বাসিন্দার ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

আগরতলা, ২৯ জুলাই: ত্রিপুরায় মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য হিসেবে গাঁজা পাচারের মামলায় বিহারের এক বাসিন্দাকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আদালতের বিশেষ এনডিপিএস আদালত।

দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি হলেন বিহারের খাগাড়িয়া জেলার গোগরি জামালপুর থানার বরাইঠা গ্রামের বাসিন্দা মন্টু যাদব (৫৫)। আদালত তাঁকে এক লক্ষ টাকা জরিমানাও করেছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১১ জানুয়ারি গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগরতলা রেলস্টেশনে যৌথ অভিযান চালায় জিআরপি এবং আরপিএফ। স্টেশন চত্বরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় মন্টু যাদবকে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে তাঁর কাছ থেকে ২২.৬২৫ কিলোগ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাঁকে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করা হয়।

মামলার তদন্ত করেন আগরতলা জিআরপিএস-এর সাব-ইন্সপেক্টর পঙ্কজ কুমার দাস। ২০২৫ সালের ৩০ জুন তিনি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনার পর আদালত এনডিপিএস আইনের ২০(বি)(ii)(সি) ধারায় মন্টু যাদবকে দোষী সাব্যস্ত করে।

রায়ে আদালত ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয়। এই রায় ত্রিপুরার পরিবহণ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে আন্তঃ রাজ্য মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেবে বলে মনে করছে প্রশাসন।

উত্তমকুমার: শ্রাবণের আলো-আঁধারিতে এক অনন্ত নায়ক

নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত

শ্রাবণ এলেই বাঙালির মন অকারণে ভারী হয়ে ওঠে। মেঘলা আকাশের নীচে, বৃষ্টিভেজা বিকেলের নির্জনতায়, শ্রা কোথা থেকে যেন ভেসে আসে এক অনিবার্য শূন্যতার সুর। এই শ্রাবণই তো কেড়ে নিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে, নজরুলকে, আর সেই সঙ্গে একদিন নিভিয়ে দিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রকে। ২৪ জুলাই, ১৯৮০- এই দিনটিতে থেমে গিয়েছিল এক জীবনের চলমান মহাকাব্য। তবু কি সত্যিই থেমেছে? চার দশক পেরিয়ে, আজও কি তিনি আমাদের ছেড়ে গিয়েছেন?

উত্তমকুমার- এই নামটি উচ্চারণ করলেই যেন ভেতরে কোথাও আলোর একটি পর্দা জ্বলে ওঠে। সেই পর্দায় একের পর এক দৃশ্য ভেসে ওঠে-কখনও “হারানো সুর”-এর মায়া, কখনও “নায়ক”-এর গভীর আত্মজিজ্ঞাসা, কখনও বা “সপ্তপদী”-র প্রেমের অনন্ত যাত্রা। তিনি যেন কেবল অভিনেতা নন, তিনি এক হৃদয়স্পর্শী শৈল্পিক ব্যক্তিত্ব, এক অনিবার্য আবেগ, যা বাঙালির অস্তিত্বের ভেতরে গেঁথে আছে।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন এক সাধারণ ছেলে, যিনি একদিন হয়ে উঠলেন অসামান্যতার প্রতীক। প্রথম জীবন তাঁর মোটেই রূপকথার মতো ছিল না। সংসারের টানাপোড়েন, অভাবের চাপ, সবই ছিল তাঁর সঙ্গী। পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগেই জীবিকার খোঁজে নামতে হয়েছিল। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের এক সাধারণ কেরানি, সেই পরিচয়েই শুরু তাঁর জীবনযুদ্ধ। অথচ সেই কেরানির ভেতরেই লুকিয়ে ছিল এক ভবিষ্যৎ মহানায়ক। অফিসের কাজের ফাঁকে, আহিরীটোলার “সুহৃদ সমাজ”-এর মঞ্চে অভিনয় করতে করতে তিনি যেন নিজের ভিত গড়ে তুলছিলেন। থিয়েটারের আলো- ছায়ার ভেতরেই জন্ম নিচ্ছিল তাঁর শিল্পীসত্তা। সেই মঞ্চই একদিন তাঁকে পৌঁছে দিল স্টুডিয়োপাড়ায়।

১৯৪৮ সালে “দৃষ্টিদান” তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয়। কিন্তু সাফল্য তখনও বহু দূর। বরং একের পর এক ব্যর্থতা তাঁকে ঘিরে ধরল। “ফ্লপ মাস্টার”-এই তকমা নিয়েই তাঁকে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল দীর্ঘ চার বছর। কিন্তু শিল্পীর প্রকৃত শক্তি তো এখানেই, হাল না ছেড়ে এগিয়ে চলা। ১৯৫৩ সালে “সাড়ে চুয়াত্তর” যেন তাঁর জীবনে প্রথম সূর্যোদয়। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক চলচ্চিত্রে তিনি নিজেকে ভেঙেছেন, গড়েছেন, নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। বাঙালি দর্শক তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছে তাদের স্বপ্ন, তাদের প্রেম, তাদের বেদনা।

বিশেষত “নায়ক”, এই চলচ্চিত্র যেন উত্তমকুমারের শিল্পীসত্তার এক চূড়ান্ত উচ্চারণ। সত্যজিৎ রায়ের দূরদৃষ্টিতে তৈরি এই ছবিতে তিনি কেবল অভিনয় করেননি, তিনি যেন নিজেরই অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অরিন্দম মুখার্জির এবং ভেতরে যে দ্বন্দ্ব, যে ক্লান্তি, যে আত্মসমালোচনা- তা যেন বাস্তবের উত্তমকুমারেরই প্রতিবিম্ব। এই ছবির অভিনয় দেখে বিদেশি শিল্পীরাও মুগ্ধ হয়েছিলেন। এলিজাবেথ টেলরের মতো বিশ্বখ্যাত অভিনেত্রী তাঁর অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন-এ এক বিরল সম্মান।

১৯৪৮ থেকে ১৯৮০- এই দীর্ঘ যাত্রায় তিনি অভিনয় করেছেন ২০০-রও বেশি ছবিতে। প্রতিটি ছবিই যেন বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক একটি মণিমুক্তো। কেবল অভিনেতা হিসেবেই নয়, তিনি প্রযোজক, পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক, এমনকি গায়ক হিসেবেও নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। “অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি” কিংবা “চিড়িয়াখানা”-য় তাঁর অভিনয় জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। কিন্তু পুরস্কারের চেয়েও বড় তাঁর প্রাপ্তি ছিল মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন। তবু এই দীপ্তিমান জীবনের ভেতরেও ছিল গভীর মানবিকতা। পরিবারের কাছে তিনি ছিলেন “ভালো কাকু”। খ্যাতির শীর্ষে থেকেও তিনি ভুলে যাননি নিজের শেকড়কে। গিরীশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে পাড়ার মুচির সঙ্গে তাঁর সহজ সম্পর্ক, কিংবা প্রতিবছর স্ত্রী গৌরীদেবীকে বেনারসি উপহার দেওয়ার আন্তরিকতা- এসবই তাঁকে মানুষের আরও কাছে এনে দেয়। তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গেও ছিল অনন্য সম্পর্ক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা- বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। প্রতিযোগিতা নয়, সহাবস্থান-এই মূল্যবোধই তাঁদের শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তবে জীবন তো সবসময় মসৃণ পথ নয়। সাফল্যের আড়ালে ছিল দুশ্চিন্তা, আর্থিক চাপ, ব্যক্তিগত টানাপোড়েন। তবু ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে তিনি যেন সব ভুলে যেতেন। অভিনয় তাঁর কাছে ছিল সাধনা, এক প্রকার তপস্যা। ১৯৮০ সালের ২৩ জুলাই। “ওগো বধূ সুন্দরী”-র শুটিং চলছে। শরীর তখন ভালো নেই, তবু কাজ থেমে নেই। বুকের ভেতর ব্যথা নিয়েও তিনি শট দিচ্ছেন, সংলাপ বলছেন, একবারও থামছেন না। শিল্পীর এই দায়বদ্ধতা, এই নিষ্ঠা, তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয়। কিন্তু শরীর তো শেষ পর্যন্ত তার সীমা জানায়। শুটিং শেষে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। ভর্তি করা হল বেলভিউ হাসপাতালে। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা সত্ত্বেও, ২৪ জুলাই রাতে তিনি চলে গেলেন, চিরতরে। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কলকাতা। মানুষ যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না- তাদের প্রিয় নায়ক আর নেই। গিরীশ মুখার্জি রোডের সামনে ভিড় জমেছিল হাজার হাজার মানুষের। সেই দৃশ্য যেন এক যুগের অবসানের সাক্ষী। তবু কি সত্যিই শেষ হয়ে গিয়েছে সেই যুগ? আজও তো টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর ছবি চললে দর্শক থমকে যায়। তাঁর চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের হাসি, সংলাপ বলার ভঙ্গি সবই যেন আজও জীবন্ত। নতুন প্রজন্মও তাঁকে আবিষ্কার করে, ভালোবাসে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের ভাষা বদলেছে, নায়কের সংজ্ঞা বদলেছে। “অ্যাংরি ইয়ং ম্যান”-এর যুগ এসেছে, নায়ক আরও কঠোর, আরও বাস্তব হয়ে উঠেছে। কিন্তু উত্তমকুমারের মতো প্রেমিক নায়ক, যিনি চোখের চাহনিতেই হৃদয় জয় করতে পারেন, তাঁর অভাব আজও অনুভূত হয়।

উত্তমকুমার কেবল একজন অভিনেতা নন, তিনি এক যুগের প্রতীক। তাঁর মধ্যে বাঙালি খুঁজে পেয়েছে তার স্বপ্ন, তার ভালোবাসা, তার সৌন্দর্যবোধ। তাই হয়তো তাঁর জন্মদিনের চেয়েও মৃত্যুদিনটি আমাদের বেশি নাড়া দেয়। এই দিনে আমরা শুধু একজন মানুষকে নয়, এক সম্পূর্ণ সময়কে স্মরণ করি।

শ্রাবণের বৃষ্টির মতোই তিনি আজও আমাদের জীবনে ফিরে আসেন স্মৃতির ভেতর দিয়ে, গানের সুরে, চলচ্চিত্রের দৃশ্যে। হয়তো তিনি নেই, তবু তাঁর উপস্থিতি সর্বত্র। জীবনানন্দের সেই পঙক্তি মনে পড়ে “এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।” তবু বাঙালি ভাগ্যবান কারণ সে একবার পেয়েছিল উত্তমকুমারকে। আর সেই প্রাপ্তিই তাকে আজও সমৃদ্ধ করে, আলো দেয়, আবেগে ভাসায়। শ্রাবণের এই দিন তাই শুধু শোকের নয়, এ এক অনন্ত স্মরণের, এক অমলিন ভালোবাসার দিন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রথম মুসলিম নার্স, ইসলামের নবী যাকে যোদ্ধার সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন

সপ্তম শতকে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ঠিক কেমন ছিল - তা নিয়ে বিস্তারিত জানা যায় না। সেই সময়ে মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় মাটির দেওয়াল, খেজুর গাছের গুঁড়ি ও পাতা দিয়ে তৈরি এক সাধারণ তাঁবুতে অসুস্থদের শুশ্রূষা দিচ্ছেন একজন নারী।

আহতদের ক্ষত ধুয়ে পরিষ্কার করা থেকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া - সবই করছেন তিনি। রোগীদের সাথে তিনি এমন মমতাময়ী আচরণ করতেন যে তার সেবা কেবল চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না, বরং অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করতো।

ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে নার্সিংয়ের স্থপতি রুফাইদাহ আল-ইসলামিয়া বা আসলামিয়া। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম নারীদেরও একজন। রুফাইদা আল-ইসলামিয়াকে নিয়ে গবেষণা করেছেন মুস্তাফা এম. বৌদ্রাক, মুতলাক বি. আল-মুতাইরি, ফাতিমা এস. আল-সুলামী এবং হিশাম এম. আল-ফায়াদ। তাদের গবেষণার তথ্য বলছে, খাজরাজ গোত্রের বনু আসলাম শাখার সদস্য রুফাইদা, ইয়াসরিব শহরে ৫৯৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইয়াসরিব, ইসলামের নবী মক্কা থেকে হিজরত করার পর যা মদিনা আল-নবী বা মদিনা নামে পরিচিতি পায়। “প্রথম মুসলিম নার্স এবং ইসলামি শিক্ষার পথিকৃৎ রুফাইদাহ আল-ইসলামিয়ার মূল্যায়ন” শীর্ষক ওই গবেষণায় দেখা গেছে যে, সাদ আল-আসলামি নামে একজন চিকিৎসক ও সার্জনের কন্যা রুফাইদাহ তার বাবার সহকারী হিসেবে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মদিনার মসজিদে নববীতে ছোট একটি তাঁবুতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রুফাইদাহ, যেখানে অসুস্থদের চিকিৎসা করা হত।

পরবর্তীতে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য “খেইমাহ আল-রুফাইদাহ” নামে একটি ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। এই হাসপাতালটি মদিনার সেই স্থানের কাছাকাছি তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে এখন সাহাবী সালমান আল-ফারসির নামে মসজিদটি অবস্থিত। রুফাইদাহ আল-ইসলামিয়ার এই হাসপাতাল সম্পর্কে ইবনে আবদুল বারের “আল-ইসতিয়াব”, ইবনে আল-আথিরের “আসাদ আল- গাবাহ” এবং ইবনে হাজার তার “আল-ইসাবা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। “ইসলামে হাসপাতালের ইতিহাস” অনুসারে, রুফাইদার এই চিকিৎসা কেন্দ্রটিই ছিল ইসলামের প্রথম “হাসপাতাল” বা ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সেবা ইউনিট, যা প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যেত।

ঐতিহাসিকদের মতে, এখানে অসুস্থ ও আহতদের চিকিৎসার জন্য ব্যান্ডেজ, ওষুধ, ভেষজ এবং তুলার বন্দোবস্ত ছিল। অভাবগ্রস্ত রোগীদের সেবা করার দায়িত্ব রুফাইদা নিজেই গ্রহণ করেছিলেন।

তার চিকিৎসা সেবার মধ্যে ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা, জরুরি চিকিৎসা, গুরুতর আহতদের যত্ন, যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের পৃথকীকরণ, পুনর্বাসন এবং দীর্ঘমেয়াদী যত্ন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, এমনভাবে চিকিৎসাকেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছিল, যেখানে রোগীরা কঠোর মরুভূমির আবহাওয়ায় থেকেও ছায়া ও পরিষ্কার পানীয় জল পেত। একজন দয়ালু এবং মমতাময়ী নার্স ছিলেন রুফাইদাহ, যিনি যুদ্ধের সময় একজন অত্যন্ত কার্যকর সংগঠক হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছিলেন।

প্রথম নার্সিং স্কুল

রুফাইদা আল-ইসলামিয়া নিজেকে একজন ক্ষমতাবান ও দূরদর্শী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। স্বেচ্ছাসেবী নার্স হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে অন্য নারীদেরও ক্ষমতায়িত করেছিলেন তিনি। “অ্যাপ্রেইজিং রুফাইদাহ আল-ইসলামিয়া” শীর্ষক গবেষণা অনুসারে, নিজের বাবার সাথে সহকারী হিসেবে কাজ করার সময় যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করেই, নারী স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ব্যবহারিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছিলেন রুফাইদাহ। প্রয়োজনীয় নার্সিং দক্ষতা শেখানোর মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক নার্সদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি। এছাড়া রোগীদের যত্ন নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও নার্সদের মধ্যে সরবরাহ করেছিলেন রুফাইদা আল-ইসলামিয়া। যা পরবর্তীতে “প্রথম আনুষ্ঠানিক নার্সিং প্রশিক্ষণ” হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পায়। '৬২২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আনুষ্ঠানিক নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন রুফাইদা আল-ইসলামিয়া। যেখানে, ইসলামের নবী এবং তার সাহাবীদের কয়েকজনের স্ত্রীকে সেবিকা হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, যাতে তারা যুদ্ধের (৬২৩-৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) সময় মুসলিম বাহিনীকে সহায়তা করতে পারেন।' ‘নিজের কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার জন্যও পরিচিত ছিলেন রুফাইদা আল-ইসলামিয়া। বাবার মেডিকেল সহকারী হিসেবে সাথে কাজ করার সময় এ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তিনি। যে অভিজ্ঞতা তাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতেও সহায়তা করেছিল।’

গবেষণায় দেখা গেছে যে, তিনি চিকিৎসা-পরবর্তী মূল্যায়ন এবং রোগীদের অবস্থার ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের উপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যাতে চিকিৎসা সঠিকভাবে চলতে পারে এবং রোগীরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন।

‘শ্রদ্ধা, সততা, সত্যবাদিতা এবং আন্তরিকতার মতো গুণাবলী দিয়ে তার যোগাযোগ দক্ষতার কার্যকরিতা নির্ধারণ করা হয়। যার ভিত্তিতে, স্বেচ্ছাসেবক নার্সদের জন্য পেশাদার আচরণের নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তিনি।’

ইসলামের নবীর অনুমতিক্রমে, এই নারীরা যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর আহত সৈন্যদের সেবা করতেন। ইতিহাস অনুসারে, ইসলামের নবী মোহাম্মদ রুফাইদার কার্যকর চিকিৎসা সেবায় এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি কিছু আহত সাহাবীকে সরাসরি তার কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিশেষ করে বদর, উহুদ, খন্দক এবং খায়বারের যুদ্ধের সময়। মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইসমাইল বুখারী, যিনি ইমাম বুখারী নামে পরিচিত, তার “আল-আদাব আল- মুফরাদ” এবং ইবনে সাদ “আল-তাবাকাত” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন যখন সাদ বিন মুয়ায গুরুতর আহত হন, তখন তাকে রুফাইদা নামক এক মহিলার কাছে স্থানান্তর করা হয়, যিনি আহতদের চিকিৎসা করতেন। এই নার্সদের চিকিৎসা সেবা দেখে ইসলামের নবী এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাদেরকে যুদ্ধরত সৈন্যদের সমান গনীমতের মাল দিয়েছিলেন। ওয়াকিদী ও ইবনে আব্দুল বার এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাভাবিক সময়েও রুফাইদা আল-ইসলামিয়া অল্পবয়সী মেয়ে এবং মহিলাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেন এবং রোগ নিয়ে সামাজিক কুসংস্কার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতেন। ‘বিশেষ করে শিশু, এতিম, প্রতিবন্ধী এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের সেবা করতেন তিনি। এটি নবীর নির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, যেখানে নারীদের অব্যাহত শিক্ষার প্রচারের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে, তিনি এই প্রশিক্ষিত নারীদেরকে নার্স হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন।’ কমিউনিটি কেয়ার--- রুফাইদা আল- ইসলামিয়া স্বাভাবিক সময়েও বিভিন্ন জায়াগায় রোগীদের সেবা প্রদান করেছেন এবং রোগীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের পুরোপুরি সুস্থ করে তোলার চেষ্টা ছিল তার।

ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে, মদিনায় তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভ্রাম্যমাণ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিয়েছেন। ভ্রাম্যমাণ দলগুলো স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যের চাহিদা অনুসারে সেবা দিত। এমনকি মরুভূমিতে তীব্র তাপে অজ্ঞান হয়ে পড়া ব্যক্তিদেরও সেবা করতেন তিনি। মুহাম্মদ নিহালের গবেষণা থেকে জানা যায়, রুফাইদা আল- ইসলামিয়া বিশ্বের প্রথম প্যালিয়েটিভ কেয়ার ব্যবস্থাও শুরু করেছিলেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্যালিয়েটিভ কেয়ার হলো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের শারীরিক কষ্ট কমানো ও জীবনের শেষ সময়ে আরাম ও মানসিক সমর্থন দেওয়ার যে বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা। গাউস সিওয়ানি লিখেছেন যে, রুফাইদা আল- ইসলামিয়া ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মহিলা ডাক্তার, নার্স এবং সার্জন হিসেবে পরিচিত। নিজের সম্পত্তি চিকিৎসার কল্যাণে ব্যবহার এবং ইতিহাসে প্রথম “বিনামূল্যের হাসপাতাল” প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। বদরের যুদ্ধের পর, ঘর ও অর্থ না থাকা আহত অনেক ব্যক্তি যারা বিনামূল্যে চিকিৎসা চেয়েছিলেন, তাদেরকে সুস্থ করে তুলেছিলেন রুফাইদা।

রুফাইদা তার সহকারীদের সাথে নিয়ে কেবল রোগীদের চিকিৎসাই করতেন না, তাদের জন্য খাবারও তৈরি করতেন। পরবর্তী অনেক যুদ্ধে, যুদ্ধক্ষেত্রের কাছেই তিনি নিজের তাঁবু স্থাপন করেছিলেন এবং আহতদের চিকিৎসা করেছিলেন। সৌদি আরবের প্রথম পিএইচডি নার্স, ড. সুয়াদ হুসেন, ১৯৮১ সালে রুফাইদা আল-ইসলামিয়ার উপর তার গবেষণা প্রকাশ করেন, যা আধুনিক যুগেও তার কাজ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

সুয়াদ হুসেন লিখেছেন যে, নার্সিংয়ের উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন রুফাইদা। উন্নত নার্সিংয়ের ভিত্তি হিসেবে নতুন নীতি এবং ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলেন তিনি। পাকিস্তান ও ভারত সহ বিশ্বের বহু দেশে রুফাইদাহ আল- ইসলামিয়ার নামে নার্সিং এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে। একইভাবে, প্রতি বছর বাহরাইনের আরসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উচ্চমানের নার্সিং সেবা প্রদানকারী শিক্ষার্থীদের রুফাইদাহ আল- ইসলামিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজ্যের মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে নিরন্তর কাজ করছে সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা, অভাব-অভিযোগ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে আজও মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষুর ৭১-তম কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে তিনি একে একে সবার কথা শোনেন এবং দ্রুত ও কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। জনকল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকারের মানবিক ও জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে।

আজকের 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচিতে মোট ১৮ জন সাহায্যপ্রার্থী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের অধিকাংশই চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় সরকারি সহযোগিতার আবেদন জানান। হৃদরোগ, ব্রেন টিউমার, কিডনি সংক্রান্ত রোগ, ব্লাড ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যান্সার, থাইরয়েড ক্যান্সার, নিউমোনিয়া, দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত জটিলতা, বিরল শারীরিক সমস্যা সহ বিভিন্ন অসুস্থতার চিকিৎসার বিষয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকের বক্তব্য অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে শুনে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁদের সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে উপস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মূলে বিভিন্ন সাহায্যপ্রার্থীর আবেদন ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে একাধিক আবেদনকারীকে আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হয়। এদিন সাহায্যপ্রার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, চিকিৎসার জন্য অথবা রাজ্যের বাইরে যাওয়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। কারণ বর্তমান সরকার রাজ্যের মানুষের জন্য উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা গড়ে তুলতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে বহু আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা রাজ্যেই চালু রয়েছে এবং বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। চিকিৎসা পরিকাঠামো, আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সামগ্রিক মান আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। তাই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর আস্থা রেখে চিকিৎসা গ্রহণের পাশাপাশি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি। আজকের 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব তথা স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. বিধান গোস্বামী, আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. নির্মল সরকার, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. শিরোমণি দেববর্মা সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/06/2026-27 **Dated: -28/07/2026**

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOAD-ING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	CLASS OF TENDER
1	EE-IED/UDP/80/ 2025-26	₹ 11,35,187.00	₹ 22,704.00	30 Days	Up to 15.00 Hrs. on 05/08/2026	At 15.30 Hrs. on 05/08/2026	Appropriate Class
2	EE-IED/UDP/09/ 2026-27	₹ 10,76,995.00	₹ 21,540.00	60 Days			
3	EE-IED/UDP/17/ 2026-27	₹ 12,80,573.00	₹ 25,611.00	180 Days			

Note: The bid forms and other details including **online activities should be done** in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/- (Er. Buddha Jamatia)
Executive Engineer
Internal Electrification Division
Udaipur, Gomati, Tripura
Landline:03821-222285
Mobile:9436169660

ICA/C/1386/26

মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উন্নয়ন তহবিলে তৃণমূল স্তরের উন্নয়নে গতি, জানালেন কনরাড সাংমা

শিলং, ২৯ জুলাই (আইএএনএস): মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা বুধবার জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উন্নয়ন তহবিল-এর মাধ্যমে তৃণমূল স্তরের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে ছোট হলেও জনজীবনে বড় প্রভাব ফেলে এমন প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। একই সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, এই প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের সব অঞ্চলে সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া হবে।

তুরায় মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে সিএমডিএসএফ-অনুমোদিত প্রকল্পগুলির বণ্টন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংমা বলেন, বিভিন্ন সরকারি দফতরের নিয়মিত প্রকল্পের আওতার বাইরে থেকে যাওয়া স্থানীয় উন্নয়নের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যেই এই তহবিল গঠন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'সিএমডিএসএফ বিশেষভাবে এমন কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলিকে সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেগুলি মানুষের জীবনে সরাসরি ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই তহবিলের অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের বাজেট থেকেই বরাদ্দ করা হয়।

সাংমা জানান, এই উদ্যোগের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ায় বিপুল সংখ্যক আর্থিক সহায়তার আবেদন জমা পড়ছে। তবে সীমিত আর্থিক সংস্থানের কারণে সব আবেদন দ্রুত মঞ্জুর করা সম্ভব হচ্ছে না, যার ফলে কিছু ক্ষেত্রে বরাদ্দে বিলম্ব হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই প্রত্যাশা রয়েছে। সব দাবি একসঙ্গে পূরণ করা সম্ভব না হলেও সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে গারো হিলস, খাসি হিলস ও জয়ন্তিয়া হিলস-সহ মেঘালয়ের প্রতিটি অঞ্চলে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সিএমডিএসএফ-এর আওতায় সমস্ত অর্থ বরাদ্দ একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনারদের কার্যালয়ের মাধ্যমে যাচাই-বাছাইয়ের পরই অর্থ ছাড়া হয়। এর ফলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং ন্যায্যভাবে তহবিল বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

সাংমা বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন দফতর একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও স্থানীয় স্তরের জরুরি চাহিদা দ্রুত পূরণে সিএমডিএসএফ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে উঠে এসেছে।

অনুষ্ঠানে সিএমডিএসএফ-এর আওতায় অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পের এলাকা ও ক্ষেত্র সম্পর্কেও তথ্য তুলে ধরা হয়। সরকার জানিয়েছে, এই তহবিলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলির তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে স্বচ্ছতা আরও বাড়ানো হবে। সরকারি আধিকারিকদের মতে, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল উন্নয়নের সুবিধা শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং ছোট পরিকাঠামো ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে সময়মতো আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা।

প্রশ্নফাঁসের সর্বাধিক ঘটনা বিজেপি সরকারের আমলেই ঘটেছে: অখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (আইএএনএস): প্রশ্নফাঁসের ঘটনা বৃদ্ধির জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকারকেই দায়ী করলেন সমাজবাদী পার্টির (এসপি) সভাপতি তথা সাংসদ অখিলেশ যাদব। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকারের আমলেই সর্বাধিক প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেছে এবং এই কারণেই বিপুল সংখ্যক যুবক দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অখিলেশ যাদব পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স) সংশোধনী বিল, ২০২৬-এর কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, নতুন সংশোধনী আনার আগে সরকারকে জানাতে হবে, আগের আইনের অধীনে কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অখিলেশ বলেন, 'বর্তমান সরকারেরই এর দায় নিতে হবে। বিজেপি সরকারের আমলেই সবচেয়ে বেশি প্রশ্নফাঁস হয়েছে। মানুষ তা জানে। আর সেই কারণেই দিল্লিতে এত বিপুল সংখ্যক যুবক রাস্তায় নেমেছিল।' তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, 'এটি আগের আইনেরই সংশোধনী। আগের আইনের অধীনে কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে? শুধু উত্তরপ্রদেশেই ২০টির বেশি প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। বলুন তো, ওই ঘটনাগুলিতে কতজনকে ধরা হয়েছে? সরকার এবং তাদের সহযোগীরাই যখন এসবের সঙ্গে জড়িত, তখন আইনের কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়?'

এদিকে, সংসদ চত্বরে রামমন্দিরের অনুদান তছরুপের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তাঁরা 'চাঁদা চোর, গদ্দি ছোড়' স্লোগান তোলেন এবং ঘটনার জবাবদিহি দাবি করেন।

রামমন্দিরের অনুদান সংক্রান্ত অভিযোগের প্রসঙ্গ টেনে অখিলেশ যাদব বলেন, 'যারা দানপাত্রই রক্ষা করতে পারেনি, যারা মানুষের ভক্তিভরে দেওয়া অনুদান সুরক্ষিত রাখতে পারেনি, তারা কীভাবে প্রশ্নফাঁস রুখবে বা পরীক্ষা বাতিল হওয়া আটকাবে? যারা মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, তারাই যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়েও ছিনিমিনি খেলছে।'

শেষে কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করে সমাজবাদী পার্টি প্রধান বলেন, 'সরকারই আজ দেশের সবচেয়ে বড় সংকট।'

P'NIeT No. 121-127/ EE/DWS/BLG/2026-27 dated 28/07/2026
The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender in single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 04/08/2026 for (1).Extension of pipe line from DTW scheme in various GPS/VC in/c domestic connection & allied works (Gr.1 to 3) (2).Repairing and lifting, lowering of various capacity submersible pump under Jampuijala RD Block (Gr.1 to 4) For details please visit https:// tripuratenders .gov.in or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

ICA/C-1378/26
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
আগরতলা ঃ ত্রিপুরা

২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক
Bachhar Bachao পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়ের প্রধানদের জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৬ সালের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক Bachhar Bachao পরীক্ষার ফলাফল ৩০-০৭-২০২৬ তারিখ **দুপুর ১২টায়** প্রকাশ করা হবে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন ছাত্র-ছাত্রীদের Marksheet ও Certificateগুলো **৩১-০৭-২০২৬** তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে সংগ্রহ করবেন।

(ড. জয়দীপ ভট্টাচার্য)
সচিব, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ICA/D/672/26

PNIET No.: 06/EE/WR/D-V/KMP/2026-27 Dated: 28-07-2026.
The Executive Engineer, Water Resource Division No-V, Kamalpur, Dhalai District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES/ Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Bid Fee
1	No:21/EE/WRD-V/KMP/2026-27	5,35,680.00	10,714.00	1,000/

Last date & time for online Bidding: 11-08-2026 up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https:// tripuratenders.gov.in

ICA/C-1382/26
Executive Executive Engineer
WR Division No-V
Kamalpur, Dhalai Tripura

ছত্তীসগড়ের বিজাপুরে পাঁচ মহিলা-সহ ৮ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ, মাথার দাম ছিল ৪৯ লক্ষ টাকা

রায়পুর/বিজাপুর, ২৯ জুলাই (আইএএনএস): ছত্তীসগড়ের বিজাপুরে ঝাড়খণ্ডে সক্রিয় পাঁচ মহিলা-সহ মোট আট মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। বুধবার বিজাপুর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁরা সশস্ত্র পথ ছেড়ে মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। আত্মসমর্পণকারী এই আটজনের মাথার উপর মোট ৪৯ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী)-এর সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকা এই সদস্যরা ছত্তীসগড় সরকারের নকশাল আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতি, বিজাপুর জেলায় চলমান দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন মাওবাদীদের সফল পুনর্বাসনের ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর ক্রমবর্ধমান চাপ, সংগঠনের দুর্বল হয়ে পড়া, হিংসাত্মক মতাদর্শের প্রতি মোহভঙ্গ এবং আদিবাসী এলাকায় দ্রুত উন্নয়নও তাঁদের আত্মসমর্পণের অন্যতম কারণ বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

ঝাড়খণ্ড পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)-এর সহযোগিতায় এই আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়, আস্থা তৈরি এবং সংবেদনশীল ভূমিকা এই সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে রয়েছেন দক্ষিণ জোনাল কমিটির সদস্য অশ্বিন ওরফে লচ্ছু, সারান্ডা সাব-জোনাল কমিটির সদস্য রঙ্গা ওরফে সোহন এবং ডোবা মাড়ভি ওরফে রহাত প্রত্যেকের মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা। এছাড়া কোলহান এরিয়া কমিটির সদস্য ফাগনি পোয়াম ওরফে রাজনি, সুরজ মুন্নি চাম্পিয়া ওরফে সুবানি, হিডমে কাদতি ওরফে রীতা, বুধারি কুঞ্জাম ওরফে অনুষা এবং ইআরবি স্কোয়াডের সদস্য সালামি চাম্পিয়া ওরফে জিলানির প্রত্যেকের মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা।

প্রশাসনের দাবি, আত্মসমর্পণকারীদের অধিকাংশই ছত্তীসগড়ের বিজাপুর ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা হলেও তাঁরা ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় ছিলেন।

রাজ্যের নকশাল আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতির আওতায় তাঁদের আর্থিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আবাসন, শিক্ষা এবং স্বনিযুক্তি বা চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে। সমাজে সম্মানের সঙ্গে পুনর্বাসনের জন্য জেলা প্রশাসন ও পুলিশ ধারাবাহিকভাবে তাঁদের পাশে থাকবে বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এনএইচএম ত্রিপুরা ও অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতাল, চেন্নাই-এর যৌথ উদ্যোগে জন্মগত হৃদরোগের স্ক্রিনিং শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কর্মসূচি''র উদ্যোগে এবং অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতাল, চেন্নাই''র সহযোগিতায় আজ আগরতলা সরকারি নার্সিং কলেজের কনফারেন্স হলে, আইজিএম হাসপাতাল কমপ্লেক্সে একটি জন্মগত হৃদরোগ স্ক্রিনিং শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ, সময়মতো চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

রাজ্যের আটটি জেলার আর বি এস কে''র মোবাইল হেলথ টিম কর্তৃক প্রাথমিকভাবে শনাক্ত ও রেফার করা মোট ১১৯ জন শিশু এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে। অ্যাপোলো চিলড্রেনস হাসপাতালের অভিজ্ঞ শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা প্রত্যেক শিশুর হৃদরোগ পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। স্ক্রিনিং শেষে ৪০ জন শিশুর হৃদরোগের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া ৪৭ জন শিশুকে ছয় মাস পর পুনরায় পর্যালোচনার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পূর্বে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হওয়া ২৭ জন শিশুর ফলো-আপ মূল্যায়ন করা হয় এবং ৫ জন শিশুর হৃদযন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পাওয়া গেছে।

শিবিরটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্যের সকল জেলার আর বি এস কে''র মোবাইল হেলথ টিম শিশুদের শনাক্তকরণ, অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং শিবিরে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরা ভবিষ্যতেও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের দ্রুত শনাক্তকরণ, সময়োপযোগী চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার এবং নিয়মিত ফলো-আপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

খোয়াইয়ে গুরু পূর্ণিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, উপস্থিত বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ জুলাই: গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে বুধবার খোয়াই নতুন টাউন হলে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং খোয়াই কালচারাল সেলের ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয় গুরু পূর্ণিমা ও গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, খোয়াই তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা, ডেপুটি কালেক্টর, এসসি কমিটির চেয়ারম্যান সমীর কুমার দাসসহ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গুরু-শিষ্য পরম্পরার গুরুত্ব, শিক্ষক ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকদের অবদান এবং সমাজ গঠনে তাঁদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা হয়। এদিন জেলার চারজন বিশিষ্ট গুরুকে ফুলের তোড়া, উত্তরীয়, শাল ও মানপত্র প্রদান করে সংবর্ধনা জানান অনুষ্ঠানের অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুর স্থান সর্বোচ্চ। একজন গুরুর শিক্ষা ও দিকনির্দেশনাই একজন মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তিনি নতুন প্রজন্মকে শিক্ষক ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে জ্ঞান অর্জনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং গুরু পূর্ণিমার তাৎপর্য তুলে ধরে উপস্থিত সকলের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবহ সৃষ্টি করে।

এদিকে, গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলায় গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে যুবরাজনগর আর ডি ব্লকস্থিত যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে এই গুরু সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক মলিনা দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য শ্রীপদ দাস, জিলা পরিষদের সদস্য দিলীপ বর্ধন, যুবরাজ নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অপর্ণা সিনহা দেবনাথ, যুবরাজনগর ব্লকের বিডিও প্রসেনজিৎ মালাকার, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ বলেন, গুরু আমাদের সঠিক পথ দেখান। তাদের দেখানো পথ ধরেই সুন্দর সমাজ গড়ে উঠে। বিধায়ক জহর চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, যারা আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন তারাই গুরু। সমাজে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে নির্বাচিত গুরুজনদের জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

এফসিআরএ সংশোধনী বিল ইস্যুতে নীরব থাকার অভিযোগ খারিজ মেঘালয়ের শাসকদল এনপিপির

শিলং, ২৯ জুলাই (আইএএনএস): প্রস্তাবিত বিদেশি অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) আইন (এফসিআরএ) সংশোধনী বিল, ২০২৬ নিয়ে নীরব থাকার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে মেঘালয়ের শাসকদল ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)। দলের দাবি, বিষয়টি নিয়ে তারা ইতিমধ্যেই একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে কেন্দ্রের কাছে মেঘালয়ের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেছে।

বুধবার এক বিবৃতিতে এনপিপি অভিযোগ করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত খবরগুলি 'বিভ্রান্তিকর' এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দলটির দাবি, রাজ্যের ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থ রক্ষায় তারা শুরু থেকেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

এনপিপি জানায়, চলতি মাসের শুরুতে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের জাতীয় সভাপতি কনরাড কে. সাংমা-র নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বহু-সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সঙ্গে বৈঠক করে। দলের এক শীর্ষ নেতার দাবি, ওই প্রতিনিধি দলে প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ অফ ইন্ডিয়া, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল (এনইআইসিসি), শিলং ক্যাথলিক আর্চডায়োসিস এবং গারো ব্যাপটিস্ট কনভেনশন-এর প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রতিনিধি দলটি প্রস্তাবিত আইনের ধারা ১৬এ(৫)-সহ কয়েকটি বিধান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। তাদের আশঙ্কা, এই সংশোধনীগুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এনপিপির দাবি, অমিত শাহ প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছেন যে, প্রস্তাবিত সংশোধনী নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

দলটি আরও জানায়, চলতি বছরের এপ্রিল মাসেও মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা, উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন টিনসং এবং ক্যাথলিক বিশপস কনফারেন্স অফ ইন্ডিয়া (সিবিসিআই)-এর প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু-র সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন।

সেই বৈঠকে প্রত্যন্ত ও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সমাজসেবামূলক সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয় এবং প্রস্তাবিত সংশোধনীর ফলে তাদের কার্যক্রম বা সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও সমস্যা তৈরি হলে তা থেকে সুরক্ষার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে এনপিপি জানিয়েছে, তারা কেন্দ্রের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনায় বিশ্বাসী, শুধুমাত্র রাজনৈতিক বক্তব্যে নয়। পাশাপাশি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ভিত্তিহীন তথ্য ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছে দলটি।

এনপিপি স্পষ্ট জানিয়েছে, রাজ্যের নাগরিক ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে তারা ভবিষ্যতেও কেন্দ্রের কাছে বিষয়গুলি জোরালোভাবে তুলে ধরবে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর মেলেনি, সরকারি সুবিধা বঞ্চনার অভিযোগ দিনমজুর পরিবারের

আগরতলা, ২৯ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় সরকারি ঘর না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন সিপাহিজলা জেলার চড়িলাম ব্লকের বড়জলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁধের পাড় এলাকার বাসিন্দা মাহেজা খাতুন। দিনমজুর পরিবারের সদস্য মাহেজা খাতুনের দাবি, অন্ত্যোদয় রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তাঁরা সরকারি আবাসনের সুবিধা পাননি ।মাহেজা খাতুন জানান, তাঁর স্বামী আব্দুল সাত্তার মিয়া দিনমজুরের কাজ করে সংসার চালান। দীর্ঘদিন ধরে ভাঙাচোরা বাড়িতে বসবাস করলেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে মাথা গোঁজার স্থায়ী আশ্রয় এখনও অধরাই রয়ে গেছে।

শুধু আবাসন নয়, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে অন্য কোনও সরকারি সুযোগ-সুবিধাও তাঁরা পাননি বলে অভিযোগ করেছেন মাহেজা খাতুন। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি বলেও তাঁর দাবি ।তবে এই অভিযোগের বিষয়ে বড়জলা গ্রাম পঞ্চায়েত বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

যক্ষ্মা স্ক্রিনিং ও সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচির আওতায় পরিবার কল্যাণ ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা দপ্তর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বুধবার আগরতলার আঞ্চলিক ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে যক্ষ্মা (টিবি) স্ক্রিনিং ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ।কর্মসূচিতে যক্ষ্মা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণের গুরুত্ব এবং সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় ।উপস্থিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যক্ষ্মার লক্ষণ, সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় এবং সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে বিনামূল্যে টিবি পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং টিবি স্ক্রিনিংও করা হয়।

খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে কসমোপলিটন ক্লাবের ৭৪তম দুর্গাপূজার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হলো রাজধানী আগরতলার ঐতিহ্যবাহী কসমোপলিটন ক্লাবের ৭৪তম দুর্গাপূজার প্রস্তুতির। এ বছর ক্লাবের পূজার মূল থিম 'লিজেন্ট অফ মিউজিক'। থিমের মাধ্যমে সংগীতের ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং বিভিন্ন কিংবদন্তি শিল্পীদের অবদানকে সৃজনশীলভাবে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, এবারের দুর্গাপূজার জন্য প্রায় ২২ লক্ষ টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিমা নির্মাণ এবং থিমভিত্তিক প্যান্ডেল তৈরির দায়িত্বে থাকছেন পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপের প্রখ্যাত শিল্পীরা ।বুধবার খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে পূজামণ্ডপ নির্মাণ ও প্রতিমা তৈরির কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এদিন ক্লাবের সভাপতি-সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ।ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবারও নান্দনিক প্যান্ডেল, আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা এবং ব্যতিক্রমী থিমের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের নতুন অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

‘অনেক দিন পর’

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক- প্রাবন্ধিক ও গল্পকার)

পরিচালনা:: সৌরভ পালোধী
প্রযোজনা:: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
(এনআইডিয়াজ)
অভিনয়ে:: চিত্রাঙ্গদা শতরূপা; শংকর দেবনাথ; বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়; বিমল গিরি, সেনজুটি মুখোপাধ্যায়; সুপর্ণা দাস

ব্যস্ত এই আধুনিক সময়ে যখন মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে কিন্তু একাকীত্ব গ্রাস করছে সমাজকে; ঠিক তখনই সিনেমা হলে মুক্তির স্বাদ নিয়ে এলো পরিচালক সৌরভ পালোধীর দ্বিতীয় কাহিনী চিত্র ‘অনেক দিন পর’। ‘অংক কি কঠিন’ ছবির পর সৌরভ এবার বেছে নিয়েছেন এক অদ্ভুত মায়াবী; অথচ বাস্তবসম্মত ক্যানভাস। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় তৈরি এই সিনেমাটি কোনো চটকদার মেলোড্রামা নয়; বরং জীবনের শেষলগ্নে এসে এক টুকরো আশ্রয় আর নতুন করে বাঁচার ‘উদ্দেশ্য’ খোঁজার গল্প।

মূল কাহিনী সূত্র:: এক ছাদের তলায় কিছু ভাঙ্গা মন..

ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিশ্বনাথ (শংকর দেবনাথ)- এর পৈতৃক বাড়িকে কেন্দ্র করে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এবং একমাত্র ছেলে বিদেশে স্থায়ী হওয়ায় একাকীত্ব কাটাতে তিনি তাঁর শৈশবের বন্ধু আসিস (বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়) ও তাঁর স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানান। ধীরে ধীরে এই ঘরটি এমন কিছু প্রবীণ মানুষের আশ্রয়ে পরিণত হয়; যাঁরা প্রত্যেকেই জীবনের কোনো না কোনো মোড়ে এসে নিজেদের ভীষণ একা আবিষ্কার করেছেন। এটি কোনো প্রথাগত বৃদ্ধাশ্রম নয়; বরং একাকীত্বে ভুগতে থাকা একদল মানুষের নিজের মতো করে বাঁচার এবং জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে নেওয়ার এক মুক্তাঞ্চল। এই পুরো বাড়িটি এবং এর মানুষদের যিনি নিজের মমতা দিয়ে আগলে রাখেন; তিনি হলেন মল্লিকা (চিত্রাঙ্গদা শতরূপা)। শহরের প্রান্তিক এলাকা থেকে প্রতিদিন লোকাল বাস- ট্রেনের ধকল সহ্য করে মল্লিকা এখানে কেয়ার-অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে কাজ করতে আসেন। তাঁর নিজের পরিবারেও রয়েছে এক মদ্যপ বাবা ও সংসারের চাপে পিষ্ট মায়ের অশান্তি। মল্লিকার এই দৈনন্দিন যাতায়াতের পথেই আলাপ হয় সায়নের সঙ্গে; যে একজন ডিভোর্সি বাবা। বাসের সেই চেনা পরিচিতি; শিবুদার চায়ের দোকানের আড্ডা আর অব্যক্ত কিছু অনুভূতির মধ্য দিয়ে মল্লিকার জীবনেও এক সমান্তরাল প্রেমের চোরাস্রোত বইতে থাকে। অভিনয়ের জোর ও চরিত্রের রসায়ন এই ছবির সবচেয়ে বড় শক্তি এর কাস্টিংএবং অভিনয়। চিত্রাঙ্গদা শতরূপা:: মল্লিকার চরিত্রে তাঁর অভিনয় এককথায় দুর্দান্ত। তাঁর চোখের ভাষা; সহজ হাঁটাচলা এবং আবেগের পরিমিত প্রকাশ পুরো ছবিটাকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে।

শংকর দেবনাথ ও বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়..

প্রবীণ এই দুই অভিনেতার অনস্ক্রিন রসায়ন এবং তাঁদের বন্ধুত্বের গভীরতা দর্শকদের নস্টালজিক করে তুলবে। জীবনের নিঃসঙ্গতাকে তাঁরা যেভাবে পর্দার অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন; তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

পার্শ্ব চরিত্র..

চায়ের দোকানদার শিবুদা এবং তাঁর মুক - বধির প্রেমিকা বর্ষার (সুপর্ণা দাস) চরিত্রে অভিনয় আলাদা করে নজর কাড়ে। বিশেষ করে ছবিতে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (সাংকেতিক ভাষা) -এর ব্যবহার এবং তার আবেগিক অভিঘাত অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

পরিচালনা ও কারিগরি দিক..

পরিচালক সৌরভ পালোধী নাটকের মঞ্চ থেকে উঠে এসেছেন; তাই তাঁর ফ্রেমিং ও গল্প বলার ধরনে একটা থিয়েট্রিক্যাল পরিচ্ছন্নতা রয়েছে। কলকাতার চেনা গলি; পুরনো ধাঁচের বাড়ি; বাসের ফাঁকা সিট কিংবা ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ সবকিছু মিলিয়ে তিনি অদ্ভুত নস্টালজিয়া তৈরি করতে পেরেছেন। ‘সপ্তক সানাইয়ের আবহ সঙ্গীত’ ও ‘গান’ ছবির মেজাজের সঙ্গে দারুণভাবে ধাপ খায়।

ছবির মূল বার্তা..

“টিকে থাকতে একটা পারপাস (উদ্দেশ্য) লাগে।” ছবিটির এই ট্যাগলাইনটিই পুরো সিনেমার মূল নির্যাস। মানুষ যখন বুড়ো হয়ে যায়; তখন তার কেরিয়ার বা ব্যাংকব্যালেন্সের চেয়েও বেশি প্রয়োজন হয় এমন একজন মানুষের; যে তাঁর গল্প শুনবে।

যেখানে খামতি রয়ে গেল..

আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও চিত্রনাট্যের গতি কিছু জায়গায় বেশ শ্লথ। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে এসে বেশ কিছু দৃশ্য বারবার একই কথা বলে এবং কিছুটা দীর্ঘায়িত মনে হয়। কিছু সাব-প্লট যেমন মল্লিকার বাবা-মায়ের অতিরিক্ত ঝগড়া বা ফ্ল্যাশব্যাকে মল্লিকার বাবার কিছু দৃশ্য) মূল গল্পের গতিকে কিছুটা ব্যাহত করেছে। সম্পাদনা আরো একটু টানটান হলে ছবির আবেগঘন দৃশ্যগুলো দর্শকদের আরোও বেশি ছুঁয়ে যেতে পারত।

শেষ কথা..

সব মিলিয়ে ‘অনেক দিন পর’ হলো এক কাপ গরম চায়ের মতো শান্ত ও আরামদায়ক একটি সিনেমা। এটি যেমন আপনাকে কাঁদাবে; তেমনই জীবনের এক চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে মনের কোণে এক চিলতে আলো দিয়ে যাবে। যান্ত্রিক জীবনের ইঁদুর দৌড় থেকে ক্ষণিকের বিরতি নিয়ে এই ছবির শান্তিনিকেতনী মন্থরতা উপভোগ করতে সিনেমা হলে যাওয়া যেতেই পারে।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
৬২৯৫৫৩৩১০৭

ডাঁটি দেখেই আসল গাছপাকা কলা চেনার কায়দাটা

স্বাভাবিকভাবে কলা যখন গাছে পাকে, তখন ফলের ভেতরেই এক ধরনের প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি হয়। যার জন্য নিজে থেকেই কলা ধীরে ধীরে নরম ও মিষ্টি হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের অত ধৈর্য্য থাকে না। তারা কাঁচা কলায় ক্যালশিয়াম কার্বাইড নামের রাসায়নিক স্প্রে করে দেয়। এতে মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই কলা পেকে হলুদ হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, এই কেমিক্যাল মেশানো কলা খেলে পেটের গোলমাল, তীব্র মাথা ব্যথা থেকে শুরু করে স্নায়ুর বড়ক্ষতি হতে পারে।

ভালো কলা ও ভেজাল কলা চেনার ৫টি সহজ উপায় জেনে নিন

কলার গা লক্ষ্য করুন: গাছপাকা কলার গায়ে হালকা কালো বা বাদামি দাগ থাকবেই। আর কেমিক্যাল দেওয়া কলা হবে একদম হলুদ ও পরিষ্কার। ডাঁটি দেখে নিন: কলাটি পুরো হলুদ, কিন্তু কলার মাথার ডাঁটিটা কাঁচা সবুজ ও শক্ত? তবে বুঝবেন ওটাতে কেমিক্যাল মেশানো হয়েছে। গাছপাকা কলার ডাঁটি নরম হয়।

খোসা খেয়াল করুন: কেমিক্যাল দিলে কলার খোসা তাড়াতাড়ি পেকে গেলেও ভেতরটা কাঁচা থেকে যায়। তাই ওই কলার খোসা বেশ মোটা হয়। আসল পাকা কলার খোসা পাতলা হয়। গন্ধ শুকে দেখুন: আসল পাকা কলার একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ থাকে। কিন্তু কেমিক্যাল দেওয়া কলায় কোনও ভালো গন্ধ থাকে না, উল্টে ওষুধ ওষুধ একটা ঝাঁজালো গন্ধ পাওয়া যায়। খেয়ে দেখুন: কেমিক্যাল দেওয়া কলা খেলে মুখে কোনও মিষ্টি ভাব পাওয়া যাবে না। পানসে লাগবে। আর গাছপাকা কলা হয় নরম ও দারুণ মিষ্টি। তাই পরের বার বাজারে গিয়ে শুধু দেখতে সুন্দর কলা না কিনে, একটু দেখে-শুনে তবেই কলা বাড়িনিয়ে আসুন!

ঘরের নানা জিনিস দীর্ঘদিন ভালো রাখতে সিলিকা জেল দারুণ কাজ দেয়

নতুন জুতো, ব্যাগ কিংবা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের বাক্স খুললেই মেলে ছোট এক পুটুলি। উপরে লেখা ‘সিলিকা জেল’ আর সঙ্গে ‘খাবেন না’ সতর্কবার্তা। কোনও কাজে লাগবে না ভেবে এটি অনেকেই সোজা ডাস্টবিনে ফেলে দেন। অথচ এই ছোট জিনিসটি দিয়েই আলমারির স্যাঁতসেঁতে ভাব কাটানো থেকে বহুমূল্য জামাকাপড় ও গ্যাজেট বাঁচানো যায়।

বিশেষজ্ঞ কারিনা টোনারের মতে, ঘরের নানা জিনিস দীর্ঘদিন ভালো রাখতে সিলিকা জেল দারুণ কাজ দেয়। এটি বাতাস থেকে দ্রুত আর্দ্রতা শুষে নেয়। ফলে বন্ধ জায়গায় ছাতা পড়ে না বা বাজে গন্ধ ছাড়ে না।

কীভাবে কাজে লাগাবেন এই প্যাকেট? ড্রয়ার ও বাথরুম শুষ্ক রাখা: বন্ধ ড্রয়ারে একধরনের চটচটে ভাব তৈরি হয়। সেখানে কয়েকটি প্যাকেট রেখে দিলে তা আর্দ্রতা শুষে নেয়। বাথরুমের ক্যাবিনেটেও এটি খুব ভালো কাজ করে। টুলবক্সে মরচে পড়া আটকানো: লোহা বা ধাতুর তৈরি সরঞ্জাম আর্দ্রতার সংস্পর্শে এলে মরচে ধরে। টুলবক্সে সিলিকা জেল রাখলে হাওয়া শুকনো থাকে এবং মরচে পড়ে না।

উৎসবের সাজ সরঞ্জাম রক্ষা: কৃত্রিম ফুল বা আলোর মালা সারা বছর বাক্সে বন্ধ থাকলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ব্যাগে সিলিকা জেল রাখলে জিনিসপত্র একদম নতুন থাকে।

ডিভাইস সুরক্ষিত রাখা: ক্যামেরা, চার্জার বা অন্যান্য সংবেদনশীল গ্যাজেট ভিজে হাওয়া থেকে বাঁচাতে এই প্যাকেটগুলো বেশ উপকারী। পোশাকের সোঁদা গন্ধ দূর: ট্রাঙ্ক বা আলমারিতে জামাকাপড় অনেক দিন থাকলে বাজে গন্ধ হয়। কাপড়ের ভাঁজে সিলিকা জেল রাখলে জামাকাপড় একদম শুকনো ও তরতাজা থাকে।

তবে সিলিকা জেল পুরো ভিজে গেলে কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তাই নির্দিষ্ট সময় পর পুরনো প্যাকেট বদলে ফেলা দরকার। অবহেলায় ফেলে দেওয়া সামান্য এই জিনিসটিই আপনার মূল্যবান অনেক সামগ্রী সুরক্ষিত রাখতে পারে, আর বাঁচাতে পারে হাজার হাজার টাকা।

ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করার পর কিভাবে রাখলে তা ভালো থাকবে বা জামাকাপড় পরিষ্কার হবে দ্রুত

কাপড় ঠিকমতো পরিষ্কার না হওয়া বা ওয়াশিং মেশিনে জল ধীরে ধীরে ঢোকার অন্যতম প্রধান কারণ হল ওয়াটার ইনলেট ফিল্টার আটকে যাওয়া। মেশিনের জল সরবরাহের পাইপের মুখে থাকা এই ছোট্ট জালির মতো ফিল্টারটি জল থেকে ধুলোবালি ও আয়রন আটকে রাখে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ময়লা জমে ফিল্টারটি বন্ধ হয়ে গেলে মেশিনের কার্য্যক্ষমতা কমে যায় এবং ডিসপ্লেতে এরর কোড দেখাতে পারে।

ফিল্টার পরিষ্কার করার কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই ওয়াশিং মেশিনের সঙ্গে যুক্ত প্রধান জল সরবরাহ বা ট্যাপটি বন্ধ করে নিতে হবে। জল বন্ধ না করে পাইপ খুলতে গেলে অতিরিক্ত চাপের কারণে জল চারপাশে ছিটিয়ে গিয়ে ঘর নোংরা হতে পারে। যেকোনও ধরনের দুর্ঘটনা বা অপ্রয়োজনীয় জল অপচয় এড়াতে এই প্রথম ধাপটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালন করা জরুরি। ট্যাপ বন্ধ করার পর ওয়াশিং মেশিনের পিছনের অংশ থেকে জলের ইনলেট হোস বা পাইপটি ঘুরিয়ে খুলে আলাদা করে নিন। পাইপটি খোলার সময় কিছু পরিমাণ জমে থাকা জল নিচে পড়তে পারে, তাই আগে থেকেই একটি শুকনো তোয়ালে বা কাপড় কাছে রাখুন। কাপড়টি মেশিনের নিচে পেতে রাখলে জল মেঝেকে ভিজিয়ে ফেলা বা নোংরা করা থেকে সহজেই রক্ষা করবে। ইনলেট হোস পাইপটি খুলে নেওয়ার পর মেশিনের ইনলেট ভালভের ঠিক ভেতরে ছোট জালির মত ফিল্টারটি দেখতে পাবেন। বেশিরভাগ ওয়াশিং মেশিনে এটি আঙুল দিয়ে হালকা টান দিলেই বাইরে চলে আসে, তবে কিছু মডেলে সামান্য শক্ত করে আটকানো থাকতে পারে। ফিল্টারটি যদি হাত দিয়ে টেনে বের করতে অসুবিধা হয়, তবে একটি নিডল-নোজ প্লায়ার্স ব্যবহার করে সাবধানে টেনে বের করে আনুন।

বাইরে বের করে আনা ফিল্টারটিকে কলের রানিং ট্যাপের নিচে ধরে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন যাতে জমানো ময়লা ও বালি পরিষ্কার হয়ে যায়। জালিটিতে যদি আয়রন বা কড়া ময়লার আস্তরণ পড়ে থাকে, তবে একটি পুরোনো টুথব্রাশ দিয়ে হালকাভাবে ঘষে তা পুরোপুরি পরিষ্কার করে নিন। কোনো ধরনের রাসায়নিক সাবান ব্যবহার না করে কেবল জল ও ব্রাশ দিয়েই ফিল্টারটিকে নতুনের মতো পরিষ্কার করা সম্ভব। ফিল্টারটি ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে গেলে সেটিকে আগের মতো আবার নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরিয়ে শক্ত করে আটকে দিন। এই অংশটি তাড়াহুড়ো না করে সঠিকভাবে শক্ত করে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বসানো অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় জল চালু করার পর সংযোগস্থল দিয়ে জল লিক করতে পারে। ফিল্টারটি ঠিকঠাক বসার পর ইনলেট হোস পাইপটি পুনরায় মেশিনের সঙ্গে শক্ত করে যুক্ত করুন।

পাইপ ও ফিল্টার সঠিকভাবে পুনরায় যুক্ত করার পর প্রধান জলের ট্যাপটি খুলে দিন এবং ড্রাম চালনা করে জল লিক করছে কিনা পরীক্ষা করুন। আপনার এলাকায় যদি হার্ড ওয়াটার বা আয়রন যুক্ত জলের সমস্যা বেশি থাকে, তবে মাসে অন্তত একবার এই ফিল্টারটি পরীক্ষা করা উচিত। সাধারণ জলের ক্ষেত্রে প্রতি দুই বা তিন মাস পর পর এই ফিল্টার পরিষ্কার রাখলে মেশিন দীর্ঘদিন ভালো থাকে।

সময়মতো এই ছোট্ট ফিল্টারটি পরিষ্কার রাখলে ওয়াশিং মেশিনের মোটর ও ওয়াটার পাম্পের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এটি নিয়মিত যত্ন নিলে মেশিনের জল ভরার গতি স্বাভাবিক থাকে এবং জামাকাপড় অনেক বেশি পরিষ্কার ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে। বড় কোনও মেকানিকাল খরচ বাঁচিয়ে ওয়াশিং মেশিনের আয়ুবাড়াতে এই সহজ ঘরোয়া পরিচর্যাটি অত্যন্ত কার্যকর।

কাঁঠাল খেলে শরীরে কী কী ঘটে?

কাঁঠাল কেবল তার স্বাদের জন্যই প্রিয় নয়, এটি শরীরের ক্লান্তি দূর করে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাতে অনন্য ভূমিকা পালন করে। গ্রীষ্মের তীব্র গরমে যখন শরীর অলস হয়ে পড়ে, তখন এতে থাকা ফ্রুকটোজ ও সুক্রোজ খুব দ্রুত রক্তে শোষিত হয়ে শরীরে নতুন উদ্দীপনা ছড়িয়ে দেয়। তাই অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর কৃত্রিম এনার্জি ড্রিংকের বদলে কয়েক কোয়া পাকা কাঁঠাল খাওয়া অনেকটাই বেশি ফলদায়ক হতে পারে।

যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্য বা হজমের নানা সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের খাদ্যতালিকায় কাঁঠাল রাখা অত্যন্ত জরুরি এবং স্বাস্থ্যকর একটি সিদ্ধান্ত হতে পারে। এতে থাকা প্রচুর পরিমাণের খাদ্যআঁশ পেট পরিষ্কার করে এবং অন্ত্রের ভেতরের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে দারুণ সাহায্য করে। নিয়মিত এটি খেলে পরিপাকতন্ত্রের কার্যকারিতা বহুগুণ বেড়ে যায় এবং পেটের সার্বিক অস্বস্তি অনেকটাই কমে আসে।

গ্রীষ্মের প্রখর তাপে শরীর থেকে প্রচুর জল ও লবণ বের হয়ে যায়, যা থেকে মাথাব্যথা কিংবা জল শূন্যতার সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক বিষয়। কাঁঠালে প্রায় নব্বই শতাংশ জলীয় উপাদান থাকায় এটি শরীরের ভেতরে তরলের ভারসাম্য বজায় রাখতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। গরমে হাইড্রেটেড থাকার পাশাপাশি শরীরের ক্ষয়ে যাওয়া ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতি মেটাতেও কাঁঠাল একটি অসাধারণ প্রাকৃতিক উৎস। মরসুমি সর্দি, কাশি কিংবা নানা ধরনের ভাইরাল সংক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়া জরুরি। কাঁঠালে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা শরীরের রক্তকণিকাগুলোকে সতেজ রাখে ও জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়তে শেখায়। এটি শরীরের ভেতরের যেকোনও ধরনের প্রদাহ বা জ্বালাপোড়া কমাতেও সমানভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে কাঁঠাল ত্বককে ভেতর থেকে সুস্থ ও সতেজ রাখতে দারুণ সাহায্য করে থাকে। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান ত্বকের ভেতরের ক্ষতিকর টক্সিন বা ফ্রি-রেডিকেল দূর করে বয়সের ছাপ ও বলিরেখা পড়তে দেয় না। এর পাশাপাশি প্রচুর জলীয় অংশ থাকার কারণে নিয়মিত কাঁঠাল খেলে ত্বকের শুষ্কতা দূর হয়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে আসে।

অনেকের ধারণা মিষ্টি ফল হওয়ায় কাঁঠাল খেলে ওজন বেড়ে যেতে পারে, যা পুরোপুরি সঠিক তথ্য নয়। কাঁঠালে চর্বি বা ফ্যাট নেই বললেই চলে এবং ক্যালরির পরিমাণও অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত বা পরিমিত স্তরে থাকে। উচ্চমাত্রার আঁশ থাকার কারণে অল্প কাঁঠাল খেলেই পেট দীর্ঘক্ষণ ভরা থাকে, যা অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের প্রবণতা কমিয়ে দেয়। হৃদযন্ত্রের সুরক্ষা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পাকা কাঁঠাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এটি পটাশিয়ামের একটি চমৎকার উৎস, যা শরীরে সোডিয়ামের প্রভাব কমিয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে।

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পটাশিয়াম সমৃদ্ধ কাঁঠাল রাখলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায় বলে গবেষণায় দেখা গিয়েছে। হাড় মজবুত রাখা এবং শরীরের স্নায়বিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়াম পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁঠালে পাওয়া যায়। নিয়মিত এটি খেলে বয়সের সাথে সাথে হাড় ক্ষয় হওয়ার যে আশঙ্কা থাকে, তা অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

তাই শরীরকে ভেতর থেকে ফিট ও সতেজ রাখতে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় পরিমিত পরিমাণে এই পুষ্টিকর ফলটি যোগ করা উচিত।

অনিদ্রার সমস্যায় আজকাল জেরবার আট থেকে আশি

ইনসোমনিয়া বা অনিদ্রার সমস্যায় আজকাল জেরবার আট থেকে আশি। সারাদিনের খাটুনির পর যখন শরীর একটু আরাম চায়, ঠিক তখনই চোখের পাতা থেকে উধাও হয়ে যায় ঘুম। ঘড়ির কাঁটা ২টো, ৩টে ছুঁয়ে ফেলে, কিন্তু বিছানায় এপাশ-ওপাশ করা ছাড়া উপায় থাকে না। কখনও কি ভেবে দেখেছেন, এই রোজকার ঘুমহীন রাত আপনার অজান্তেই শরীরের কতটা ক্ষতি করছে? চিকিৎসকদের মতে, দিনের পর দিন ঠিকঠাক ঘুম না হলে ক্লান্তি আর খিটখিটে মেজাজ তো বটেই, সেই সঙ্গে থাবা বসাতে পারে একাধিক ক্রনিক রোগও। তবে আর চিন্তা নেই, মার্কিন স্বাস্থ্য সংস্থা ‘হেল্‌থলাইন’-এর গবেষকদের দাবি, জীবনযাত্রায় সামান্য কিছু বদল আর একটি বিশেষ নিঃশ্বাসের ব্যায়ামেই কেল্লাফতে হতে পারে মিনিটে।

ডিজিটাল যুগের ব্যস্ত লাইফস্টাইল, কাজের অসম্ভব চাপ আর তার সঙ্গে রাত জেগে মোবাইল স্ক্রিনের নীল আলো, এই সব মিলিয়েই আমাদের শরীরের স্বাভাবিক ‘বডি ক্লক’ বা সার্কাডিয়ান রিদম পুরোপুরি ঘেঁটে গিয়েছে। অনেকেই বিছানায় শুয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোশাল মিডিয়ায় স্ক্রোল করতে থাকেন, যা মস্তিস্ককে শান্ত হতে দেয় না। ফলে শরীর ক্লান্ত থাকলেও মাথা সজাগ থেকে যায়।

ঘুম বিশেষজ্ঞরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটি দারুণ রিল্যাক্সেশন টেকনিকের কথা বলছেন, যার নাম ৪-৭-৮ ব্রিদিং টেকনিক) এটি আসলে ফুসফুস ও স্নায়ুতন্ত্রকে নিমেষে শান্ত করার এক দুর্দান্ত উপায়। কীভাবে করবেন? প্রথমে ৪ সেকেন্ড ধরে নাক দিয়ে গভীর শ্বাস নিন। এরপর ৭ সেকেন্ড সেই শ্বাসটি ভেতরে আটকে রাখুন। সবশেষে ৮ সেকেন্ড ধরে মুখ দিয়ে ফুঁ দেওয়ার মতো করে আস্তে আস্তে শ্বাসটি ছেড়ে দিন। বিছানায় শুয়ে পর পর কয়েকবার এটি করলেই শরীর শিথিল হতে শুরু করবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের এই ব্যায়াম ছাড়াও কাজে আসতে পারে ‘প্রোগ্রেসিভ মাসল রিল্যাক্সেশন’। এতে শরীরের প্রতিটি অংশের পেশি কয়েক সেকেন্ডের জন্য শক্ত করে আবার আলগা করে দিতে হয়। এতে মস্তিস্ক সংকেত পায় যে এবার বিশ্রামের সময় হয়েছে। আবার বিছানায় শোওয়ার পর ২০ মিনিটের মধ্যেও যদি ঘুম না আসে, তবে জোর করে চোখ বন্ধ করে না রেখে উঠে পড়ুন। হালকা আলোয় কোনও গল্পের বই পড়ুন। তবে ভুলেও ফোন হাত দেবেন না।

কোন অভ্যাসগুলোকে আজই বিদায় জানাবেন?

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে চা, কফি বা যে কোনও ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। রাতের খাবার যেন খুব বেশি তেল-মশলাযুক্ত বা ভারী না হয়, সেদিকেও নজর রাখা জরুরি। ঘরের তাপমাত্রা আরামদায়ক রাখুন এবং ঘুমনোর আগে ভারী ওয়ার্কআউট এড়িয়ে চলুন।

সব চেষ্টা সত্ত্বেও যদি দিনের পর দিন ঘুম না আসে, রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যায় এবং তার প্রভাবে সারাদিন কাজে মনোযোগ দিতে সমস্যা হয়, তবে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ, সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারে এক টুকরো শান্তির ঘুম।

যক্ষ্মা স্ক্রিনিং ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে রিপস্যাট। ছবি নিজস্ব

হিন্দু পরিবারের উপর হামলার ঘটনায় বাংলাদেশের সরকারের সমালোচনায় আওয়ামী লীগ

ঢাকা, ২৯ জুলাই (আইএএনএস): বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমবর্ধমান হামলার আবহে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলায় এক হিন্দু পরিবারের উপর নৃশংস আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমান সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে আওয়ামী লীগ। দলটির অভিযোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় বারবার হামলার শিকার হওয়া হিন্দু পরিবারগুলিকে সুরক্ষা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

আওয়ামী লীগের দাবি, জমি-সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালতের রায় অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও গোপাল কৃষ্ণ দাস এবং তাঁর পরিবারের উপর হামলা চালানো হয়। অভিযোগ, হামলাকারীরা শুধু জমি দখলের উদ্দেশ্যে আসেনি, বরং দিনের আলোয় বাড়িতে ঢুকে গোপাল কৃষ্ণ দাস ও তাঁর স্ত্রী আঁখি রানি দাসকে মারধর করে। এছাড়া তাঁদের দুই কন্যার উপরও শারীরিক নির্যাতন ও নিগ্রহ চালানো হয় এবং পরিবারের প্রবীণ সদস্যকে জলে ডুবিয়ে নির্যাতনের অভিযোগও উঠেছে।

দলটির বক্তব্য, গোপাল কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা সাধারণ নাগরিক, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।

আওয়ামী লীগ সমালোচকদের বক্তব্য তুলে ধরে জানায়, আদালতের অনুকূল রায় পাওয়ার পরও যদি কোনও পরিবার নিজেদের পৈতৃক ভিটেতে নিরাপদে বসবাস করতে না পারে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে মহিলাদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে, তবে তা আইনের শাসনের কার্যকারিতা এবং নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্রের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

দলটি আরও অভিযোগ করে, বাংলাদেশে যখনই বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী বা তাদের সহযোগী শক্তিগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তখনই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বারবার নিরাপত্তাহীনতার মুখে পড়েছেন।

আওয়ামী লীগের দাবি, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপক হামলার স্মৃতি এখনও মানুষের মনে রয়েছে। তাদের মতে, বাংলাদেশের প্রতিটি বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময়ই সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারগুলি হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে এবং নারী ও প্রবীণরাও রেহাই পাননি।

এদিকে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর বাড়তে থাকা সহিংসতার প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সোমবার জানিয়েছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অন্তত ২৫৭টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যাতে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সংগঠনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ঘটনাগুলির মধ্যে ৪০টি ঘটনায় ৪৪ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া নারী নির্যাতনের পাঁচটি ঘটনা, যার মধ্যে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে, এবং অপহরণ, চাঁদাবাজি ও নির্যাতনের ১০টি ঘটনাও নথিভুক্ত হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংখ্যালঘুদের উপর হামলা, প্রাণনাশের হুমকি ও শারীরিক নির্যাতনের ৪২টি ঘটনা, উপাসনালয়ে হামলা, মূর্তি ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ৬২টি ঘটনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি দখল বা দখলের চেষ্টার ১৫টি ঘটনা এবং বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ৪৭টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

এছাড়া ধর্ম অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার ও হয়রানির নয়টি ঘটনা, বাড়ি, জমি ও ব্যবসায়িক সম্পত্তি জোরপূর্বক দখলের ২১টি ঘটনা এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতার অন্যান্য ছয়টি ঘটনাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এনসিএসসি বকেয়া মেটানোর নির্দেশ বা বাধ্যতামূলক আদেশ দিতে পারে না: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই (আইএএনএস): তফসিলি জাতি জাতীয় কমিশন (এনসিএসসি) কোনও সরকারি সংস্থাকে বকেয়া অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দিতে বা চাকরিসংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারে না। সংবিধানের ৩৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের ভূমিকা শুধুমাত্র সুপারিশমূলক ও পরামর্শদাতাবিচারিক নয় বলে সোমবার এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি এ.জি. মাসিহের বেঞ্চ বম্বে হাইকোর্টের একটি রায় খারিজ করে দেয়। ওই রায়ে মুম্বই পোর্ট অথরিটিকে পদোন্নতি সংক্রান্ত নির্দেশ কার্যকর করা এবং এক তফসিলি জাতিভুক্ত কর্মীকে ৩০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য এনসিএসসির নির্দেশ বহাল রাখা হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্ট জানায়, সংবিধান অনুযায়ী এনসিএসসি তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষের অধিকার ও সাংবিধানিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তদন্ত করতে, তথ্য সংগ্রহ করতে এবং সরকারকে সুপারিশ করতে পারে। তবে চাকরিসংক্রান্ত বিষয়ে কার্যকর বা বাধ্যতামূলক নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা কমিশনের নেই।

বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে বলেছে, বম্বে হাইকোর্ট ভুলভাবে মনে করেছিল যে এনসিএসসির জারি করা নির্দেশ সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার আওতায় পড়ে। আদালত স্পষ্ট করে জানায়, ৩৩৮ অনুচ্ছেদ কমিশনকে নথি তলব, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা দিলেও সেই তদন্তের ভিত্তিতে কার্যকর আদেশ জারির ক্ষমতা দেয় না। কমিশন কেবল তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করতে পারে।

আদালত আরও জানায়, ৩৩৮(৫)(খ) অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত 'সুরক্ষা' শব্দের অর্থ এই নয় যে কমিশন নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারবে। এই ক্ষমতা সর্বোচ্চ সুপারিশমূলক, বিচারিক নয়।

মামলার সূত্রপাত হয়, যখন বম্বে হাইকোর্টের একটি পূর্ববর্তী রায়ের ভিত্তিতে কেন্দ্রের ২০০২ সালের অফিস মেমোরান্ডাম বাতিল হওয়ার পর মুম্বই পোর্ট অথরিটি সংরক্ষণের ভিত্তিতে পদোন্নতি পাওয়া এক তফসিলি জাতিভুক্ত কর্মীর জ্যেষ্ঠতার তালিকা সংশোধন করে তাঁকে পদাবনতি দেয়।

এরপর ওই কর্মী এনসিএসসির দ্বারস্থ হলে কমিশন মুম্বই পোর্ট অথরিটিকে সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে পদোন্নতি দিতে, নিজেদের নির্দেশ কার্যকর করতে এবং ৩০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়।

মুম্বই পোর্ট অথরিটি এই নির্দেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে জানায়, সংবিধানের ৩৩৮(৫) অনুচ্ছেদে নির্ধারিত ক্ষমতার বাইরে গিয়ে এনসিএসসি কোনও বাধ্যতামূলক নির্দেশ দিতে পারে না।

সুপ্রিম কোর্ট এই যুক্তি মেনে জানায়, ৩৩৮(৮) অনুচ্ছেদে দেওয়া দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা শুধুমাত্র তদন্ত ও অনুসন্ধান পরিচালনার সুবিধার্থে সাক্ষী তলব, প্রমাণ গ্রহণ এবং নথি সংগ্রহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কমিশন বিচারিক সংস্থার ভূমিকা নিতে পারে না। রায়ে আদালত আরও উল্লেখ করেছে, এনসিএসসি এবং ৩৩৮এ ও ৩৩৮বি অনুচ্ছেদে গঠিত অন্যান্য সাংবিধানিক কমিশনগুলির উদ্দেশ্য সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করা হলেও তাদের ভূমিকা পরামর্শমূলক ও সুপারিশভিত্তিক। তারা আদালতের মতো বিরোধ নিষ্পত্তি বা আইনি অধিকার নির্ধারণের ক্ষমতা রাখে না।

ফলে বম্বে হাইকোর্টের রায় বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেছে, এনসিএসসির বকেয়া অর্থ পরিশোধের নির্দেশ সংবিধানের বিধানের পরিপন্থী এবং আইনের দৃষ্টিতে অকার্যকর।

শতাব্দীপ্রাচীন বৈষ্ণব সত্র রক্ষায় অসম ভূমি সংশোধনী বিল, বিধানসভায় সওয়াল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ২৯ জুলাই (আইএএনএস): অসমের শতাব্দীপ্রাচীন বৈষ্ণব সত্রগুলির সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রক্ষার লক্ষ্যেই অসম ভূমি ও রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ আনা হয়েছে বলে বুধবার বিধানসভায় জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, সত্রগুলির আশপাশে জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুরক্ষা দেওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য।

বিল নিয়ে আলোচনার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বরপেটা সত্র, মাজুলি এবং বটদ্রবা-সহ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চারপাশে পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই এলাকায় শুধুমাত্র স্থানীয় বাসিন্দারাই জমি কিনতে পারবেন।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দাবি, গত কয়েক দশকে জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ফলে একাধিক ঐতিহ্যবাহী অঞ্চলের চরিত্র বদলে গিয়েছে। তাই অসমের প্রাচীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

বরপেটা সত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রায় ৫০ বছর আগে যদি এ ধরনের আইন কার্যকর হতো, তাহলে সত্র সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো। তাঁর দাবি, বছরের পর বছর ধরে ঐতিহাসিক সত্রটির পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে একাধিক মসজিদ গড়ে উঠেছে, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ঐতিহ্য সংরক্ষণ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, এই বিল কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে আনা হয়নি। তিনি বলেন, 'আমাদের কারও বিরুদ্ধে কোনও নেতিবাচক মনোভাব নেই। আমরা শুধু চাই, অসমের অবশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলি টিকে থাকুক।' তিনি বিরোধী বিধায়কদেরও সর্বসম্মতভাবে বিলটি সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিল পাস করাই উদ্দেশ্য নয়, বরং অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় গোটা বিধানসভা একসঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই বার্তা দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এই বিধিনিষেধ গোটা রাজ্যে নয়, বরং বরপেটা সত্র, বটদ্রবা এবং মাজুলির মতো নির্দিষ্ট কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। প্রস্তাবিত বিলে সংরক্ষিত পাঁচ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে জমি কেনাবেচা শুধুমাত্র স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, ওই এলাকায় বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদের প্রস্তাবও রয়েছে। এছাড়া সংরক্ষিত অঞ্চলে জমি কিনতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রমাণ করতে হবে যে তাঁর পরিবার অন্তত তিন প্রজন্ম ধরে ওই এলাকায় বসবাস করছে। বিলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২৫০ বছরের বেশি পুরনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেই এই বিধান কার্যকর হবে।

কাজের অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কার মুখে রয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার নদীর তীরে বোল্ডার ফেলে ভাঙন রোধের কাজ শুরু করলেও সেই কাজ পরিকল্পনাহীন ও নিম্নমানেরভাবে করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর দাবি, কাজের গুণগত মান নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি জানানো হলেও জিরানিয়া মহকুমা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। পাশাপাশি নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির অনেকেই এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা পাননি বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রকল্পের কাজের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য, নদীভাঙন রোধে সরকারের ঘোষিত পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং কাজের মান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। একইসঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনও ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকলে তা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান এলাকাবাসী। তবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বা পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাজীবের

● প্রথম পাতার পর

বাত'-এ ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র 'চৌংপ্রেং' এবং বিশিষ্ট লোকশিল্পী সুরজ কুমার দেববর্মার প্রশংসা করায় সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই স্বীকৃতি ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জাতীয় পর্যায়ে আরও মর্যাদা এনে দিয়েছে এবং শিল্পী- সংস্কৃতিসেবীদের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে "বিকশিত ত্রিপুরা, বিকশিত ভারত" গড়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলা হয়, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন, জনজাতি সমাজের অগ্রগতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণে এই সংকল্প ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

গতিসীমার মধ্যে ট্রেন পরিচালনায় লোকো পাইলটকে সহায়তা করে এবং প্রয়োজনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক প্রয়োগ করে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমায়।

জুটমিল

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই। সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী জুটমিল চত্বরে ভবিষ্যতে সরকারের পরিকল্পনার বিষয়েও আলোকপাত করেন। তিনি জানান, ওই এলাকাকে জনস্বার্থে এবং উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করার লক্ষ্যে সরকার একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে এলাকায় নতুন কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জুটমিল ইস্যুতে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেন, সরকার আদালতের নির্দেশ মেনে আইনসম্মতভাবে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি রাজ্যের আর্থিক স্বার্থও সুরক্ষিত রাখতে বদ্ধপরিকর।

সংসদে তুমুল বির্তক

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিরোধী দলনেতার ভাষা সংসদের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।"

অমিত শাহের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র সিং বলেন, "কোনও মন্ত্রী গুলি চালানোর নির্দেশ দিতে পারেন না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা শাসক (ডিএম) বা মহকুমা শাসক (এসডিএম) নিয়ে থাকেন। প্রশাসনের এই মৌলিক বিষয়টিও রাহুল গান্ধী জানেন না বলে মনে হচ্ছে।"

তিনি আরও দাবি করেন, ছাত্রদের ওপর গুলি চালানো হয়নি, কেবল কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছিল। পাশাপাশি অমিত শাহ বিদেশে ছিলেন বা তাঁর গাড়িবহর নিয়ে রাহুলের অন্যান্য মন্তব্যও তথ্যভিত্তিক নয় বলে মন্তব্য করেন জিতেন্দ্র সিং।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কৃষি অধিকর্তা আরও জানান, কুইন আনারসের ফলন মরশুম শেষ হয়ে যাওয়ায় এবার বাংলাদেশে সৌজন্য উপহার হিসেবে কিউ জাতের আনারস পাঠানো হয়েছে।

তাঁর কথায়, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের একটা সুসম্পর্ক রয়েছে। সব সময় চেষ্টা করা হয় যেন প্রতীক হিসেবে কিছু মাধ্যমে বিনিময়ের দ্বারা এই সুসম্পর্ক বজায় থাকে। এদিন মোট ১০০টি প্যাকেটে রাজ্যের উন্নতমানের কিউ জাতের ৬০০টি আনারস উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেটে ছয়টি করে আনারস রাখা হয়। প্রতি আনারসের ওজন প্রায় ৭৮০ গ্রাম।

আশীষের

● প্রথম পাতার পর

দুই কর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিরুপম দে, প্রাক্তন জেলা সভাপতি দিগবিজয় চক্রবর্তী এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একাধিক নেতা ও জেলা নেতৃত্ব।

শ্রমিকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয়রা আহত শ্রমিককে উদ্ধার করে মহারাজা বীর বিক্রম (জিবি) হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রতারণা, প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে অভিনেতা তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ

কলকাতা, ২৯ জুলাই (আইএএনএস): বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেতা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ৬৮ লক্ষ প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন এক ব্যবসায়ী। বুধবার দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকার চারু মার্কেট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হুগলির আরামবাগের বাসিন্দা ও "সোনাম মুভিজ"-এর কর্ণধার শেখ শহিদ ইমাম।

অভিযোগ দায়েরের পর সংবাদমাধ্যমকে শেখ শহিদ ইমাম জানান, ২০২১ সালে 'মানিকজোড়' নামে একটি ছবি নির্মাণের জন্য তিনি সোহম চক্রবর্তীকে টাকা দেন। পরে ছবিটির নাম পরিবর্তন করে 'পাকা দেখা' রাখা হয়। তাঁর দাবি, ছবিটি মুক্তির পর ব্যবসাও করেছে এবং সোহমও আর্থিক লাভ করেছেন। কিন্তু লাভের অংশ চাইলে বারবার তাঁকে 'আজ দেব', 'কাল দেব' বলে আশ্বাস দেওয়া হলেও কোনও অর্থ ফেরত দেওয়া হয়নি।

অভিযোগকারী আরও দাবি করেন, একদিন কলকাতার একটি শপিং মলের বেসমেন্টে সোহমের সহকারী অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হলে তিনি পাওনা টাকা চাইলে প্রাণনাশের হুমকি দেন। তাঁর অভিযোগ, অর্ঘ্য বলেন, "টাকা চাইলে বিপদে পড়বেন।" সেই সময় সোহম বিধায়ক ছিলেন এবং তাঁকে চাপ দিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলেও ভয় দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ।

শেখ শহিদ ইমামের আরও দাবি, পরে তিনি সরাসরি সোহম চক্রবর্তীর সঙ্গেও কথা বলেন। তখন অভিনেতা নাকি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তিনি টাকা ফেরত দিতে পারবেন না। অভিযোগকারীর বক্তব্য, 'পাকা দেখা' ছবির স্যাটেলাইট ও অন্যান্য স্বত্ব বিক্রি হয়েছে এবং সেই অর্থও সোহম পেয়েছেন। এই দাবির সমর্থনে তাঁর কাছে প্রমাণ রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

এই অভিযোগের বিষয়ে সোহম চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। চলতি বছরের জুন মাসে কৌশিক কর্মকার নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ করেছিলেন, 'সোহম এন্টারটেইনমেন্ট'-এ বিনিয়োগের জন্য তিনি অভিনেতাকে ১ কোটিরও বেশি অর্থ দিয়েছিলেন। অভিযোগ ছিল, 'লাল স্যুটকেসটা' ছবিতে অভিনয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই অর্থ নেওয়া হলেও ছবিটি তৈরি হয়নি এবং টাকা ফেরতও দেওয়া হয়নি। সেই সময়ও টাকা ফেরত চাইলে বিধায়ক হিসেবে নিজের প্রভাব খাটিয়ে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল।

উল্লেখ্য, অভিযোগগুলি এখনও অভিযোগকারীদের দাবি মাত্র। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হলে তার ভিত্তিতেই প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে।

AFFIDAVIT

I, Amita Saha ,W/o - Mrinal Das, resident of Vill - Hospital tila, P.O-Belonia, P.S- Belonia,Dist - South Tripura, Pin- 799155 ,do hereby declare that I have changed my name from **Amita Saha to Amita Saha Das** and henceforth I shall be known as **Amita Saha Das** in all purpose, vide affidavit no - 29/17, sworn before the Notary Public at Belonia on 02/07/2026. **Amita Saha Das and Amita Saha** both are same and one identical person.

Deponent
Amita Saha Das

নোনাছড়া- কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অনিয়মের অভিযোগ, তদন্তের দাবি এমডিসি উৎপল দেববর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন নোনাছড়া ও কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (পিএমএওয়াই) ঘর প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযোগ ওঠার পর বুধবার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হন ১১ মহারাণী এডিসি কেন্দ্রের এমডিসি উৎপল দেববর্মা। এদিন তিনি মুঙ্গিয়াকামী ব্লক কার্যালয়ে গিয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকে নোনাছড়া ও কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের পাশাপাশি ব্লকের অধীন অন্যান্য ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রকৃত গৃহহীন ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল বহু পরিবার এখনও সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে, যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ না করেও কিছু ব্যক্তি এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বৈঠকে এমডিসি উৎপল দেববর্মা বিষয়টির নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানান। পাশাপাশি প্রকৃত উপভোক্তাদের তালিকা পুনরায় যাচাই করে যাঁরা এখনও সরকারি আবাসনের সুবিধা পাননি, তাঁদের দ্রুত প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

বিডিও অভিযোগগুলিকে গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, ব্লকের অধীন প্রতিটি অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হবে। প্রকৃত উপভোক্তারা যাতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন এবং অনিয়মের মাধ্যমে কেউ যাতে প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে না পারেন, সে বিষয়ে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এদিন এমডিসি উৎপল দেববর্মার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর তিপ্রামথা ব্লকের সভাপতি মহেন্দ্র দেববর্মা, কার্যকরী সভাপতি অশোক দেববর্মাসহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, প্রশাসনের এই উদ্যোগের ফলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হবে এবং প্রকৃত উপভোক্তারা তাঁদের প্রাপ্য সরকারি আবাসনের সুবিধা পাবেন।

ভগবতী বৈষ্ণব সমাজ আগরতলায় গুরু পূর্ণিমার শুভ উপলক্ষে গুরু সম্মান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছবি নিজস্ব

শিক্ষাব্যবস্থা আরএসএসের দখলে, তারা ছাত্রদের 'অন্ধভক্ত' বানাতে চায়: লোকসভায় রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুলাই (আইএএনএস): দেশের শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে এবং ছাত্রদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে না দিয়ে 'অন্ধভক্ত' বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে বুধবার লোকসভায় অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স) সংশোধনী বিল, ২০২৬-এর উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে রাহুল বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ বেসরকারিকরণের দিকে এগোচ্ছে এবং নীতিনির্ধারণ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসব ক্ষেত্রেই আরএসএসের প্রভাব বেড়েছে।

তিনি বলেন, 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভয়াবহ এবং নিষ্ঠুর। সবকিছু বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। এটি এক ধরনের শোষণের ব্যবস্থা। পুরো ব্যবস্থাটাই দখল হয়ে গিয়েছে। এই ব্যবস্থার আত্মাকে আরএসএস দখল করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, আমাদের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন না। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ কেবল উপরিভাগের বিষয়। শিক্ষা মন্ত্রক তিনি চালাতেন না। শিক্ষা মন্ত্রক পরিচালনা করে আরএসএস, আর মন্ত্রীর দফতরে বসে থাকা ওএসডিই সেটি পরিচালনা করেন।'

রাহুলের অভিযোগ, আরএসএস ছাত্রদের স্বাধীনভাবে ভাবতে, প্রশ্ন করতে বা নিজেদের পছন্দের বিষয় অনুসরণ করতে দিতে চায় না। বরং তাদের উপর ইতিহাসের একটি 'বিকৃত ও কাল্পনিক সংস্করণ' চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'ভারতের ছাত্ররা ক্ষুব্ধ, কারণ তাদের ছাত্র হয়ে থাকার স্বাধীনতা নেই। তারা নিজের পছন্দের বিষয় অনুসরণ করতে পারে না, নিজের মত বলতে পারে না, প্রশ্নও করতে পারে না। তাদের আরএসএসের কল্পিত ইতিহাস মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতার আরও দাবি, দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যই আরএসএসের প্রভাবাধীন। তাঁর কথায়, 'দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জানা উচিত, আজ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যই আরএসএসের। ধর্মেন্দ্র প্রধান কেবল একটি প্রতীক। ছাত্রদের প্রকৃত প্রতিপক্ষ আরএসএস। তারা আপনাদের ছাত্র থাকতে দিতে চায় না, তারা চায় আপনারা "অন্ধভক্ত" হয়ে যান।'

ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে রাহুল বলেন, এই আন্দোলন আসলে দেশের আত্মার প্রতিফলন। 'ভারতের আত্মা বলছে, কোনও অবস্থাতেই আমরা আপনাদের "অন্ধভক্ত" হব না। আপনারা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারবেন না। এই ছাত্রছাত্রীরা সাহসের সঙ্গে বিজেপি ও আরএসএসের সামনে দাঁড়িয়েছে এবং সব ধরনের চাপের মোকাবিলা করেছে।'

বনমালীপুরের শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে দুই দিনব্যাপী গুরুপূর্ণিমা উৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: রাজধানীর বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে দুই দিনব্যাপী ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিমূলক পরিবেশে পালিত হলো শ্রীশ্রী গুরুপূর্ণিমা উৎসব।

উৎসবের সূচনা হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে। সভার শুরুতে মঙ্গলাচরণ ও স্বাগত ভাষণ দেন মঠাধ্যক্ষ শ্রী সমাধি বন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রী হরিবল্লভ গোস্বামী মহোদয় এবং শ্রীশ্রী গৌর-নিতাই আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ শ্রী সনাতন দাস গোস্বামী মহারাজ। তাঁরা ব্যাসদেবের জন্মলীলা এবং গুরুপূর্ণিমার মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। পরে শুভ অধিবাস কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার ভোরে সমবেত গুরুবন্দনার মাধ্যমে শুরু হয় উদয়-অস্ত মহানাম মহাকীর্তন। সকাল থেকে ভক্তরা সারিবদ্ধভাবে শ্রীগুরু পাদুকা পূজা ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। দুপুরে উপস্থিত সকল ভক্তের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আরতির মধ্য দিয়ে দুই দিনব্যাপী এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রামনগরে ডিওয়াইএফআই-এর যুব মিছিল, একাধিক ইস্যুতে সরব সংগঠন

আগরতলা, ২৯ জুলাই: বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে বুধবার রামনগর এলাকায় যুব মিছিলের আয়োজন করে ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (ডিওয়াইএফআই)-এর রামনগর লোকাল কমিটি। কের চৌমুহনী থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি রামনগর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কের চৌমুহনীতেই শেষ হয়।

ডিওয়াইএফআই-এর দাবি, দীর্ঘ প্রায় আট বছর পর রামনগর এলাকায় সংগঠনের উদ্যোগে এই যুব মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষুণ হওয়া, যুব সমাজের মধ্যে নেশার প্রসার, কর্মসংস্থানের সংকট, শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা, বেহাল সড়ক পরিকাঠামো এবং স্মার্ট সিটি প্রকল্পের নামে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের অভিযোগ তুলে ধরা হয়। এসব ইস্যুতে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান সংগঠনের নেতারা। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ডিওয়াইএফআই রামনগর লোকাল কমিটির সম্পাদক নীলোত্তম মজুমদার এবং সভাপতি সুমন দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদর বিভাগীয় সম্পাদক জয়দীপ রাউথ, বিভাগীয় সভাপতি প্রসেনজিৎ দেব, যুব নেতা শিবু সূত্রধর, জয়দীপ কর, দিলওয়ার হোসেন, শুভাশিস গাঙ্গুলী, গৌতম চক্রবর্তী এবং গৌড় কুমার ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মিছিলকে কেন্দ্র করে এলাকায় যুব কর্মী-সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

লঙ্কামুড়ায় ৭১ ত্রিপুরা গার্লস (স্বতন্ত্র) এনসিসি কোম্পানির 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লঙ্কামুড়ায় 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ' কর্মসূচির আয়োজন করল ৭১ ত্রিপুরা গার্লস (স্বতন্ত্র) এনসিসি কোম্পানি। কর্মসূচিতে এনসিসি ক্যাডেট, স্থানীয় বাসিন্দা এবং গ্রামের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৭১ ব্যাটালিয়ন এনসিসির অফিসার কমান্ডিং (ওসি)। তিনি ক্যাডেটদের সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং জাতি গঠন ও জনসেবায় এনসিসির ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে ক্যাডেটরা পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ এবং স্বাস্থ্যবিধি, শিক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালান। পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে বিভিন্ন সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। একটি পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও আত্মনির্ভরশীল গ্রাম গড়ে তুলতে সবাইকে একযোগে কাজ করার বার্তাও দেন তাঁরা।

অনুষ্ঠানে এনসিসির শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব এবং নিঃস্বার্থ দেশসেবার আদর্শকে তুলে ধরা হয়। ৭১ ব্যাটালিয়ন এনসিসির অফিসার কমান্ডিং এবং এনসিসির কর্মকর্তারা ক্যাডেটদের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও লঙ্কামুড়ার বাসিন্দাদের সহযোগিতার প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ যুবসমাজ ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কর্মসূচির শেষে গ্রামবাসী ও এনসিসি ক্যাডেটরা পরিচ্ছন্নতা, টেকসই উন্নয়ন এবং গ্রামের সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

বিলোনিয়ায় বিজেপির উদ্যোগে গুরুপূর্ণিমা উদযাপন, ২০ জনেরও বেশি গুরুকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ জুলাই: গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে বুধবার ভারতীয় জনতা পার্টির ৩৫ বিলোনিয়া মণ্ডলের উদ্যোগে গিরিধারী কালী মন্দিরে গুরু বন্দনা ও গুরুপরম্পরা বিষয়ক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ২০ জনেরও বেশি গুরুকে সংবর্ধনা জানানো হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সম্পাদিকা তথা প্রাক্তন বিধায়িকা মিমি মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মণ্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপসহ দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা।

অনুষ্ঠানে গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মিমি মজুমদার। তিনি মহর্ষি বেদব্যাস থেকে শুরু করে ভারতীয় গুরু-শিষ্য পরম্পরার ঐতিহ্য ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি বর্তমান সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা এবং শিক্ষার গুরুত্ব নিয়েও বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি সাম্প্রতিক বিভিন্ন সামাজিক বিষয়েরও উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রের ২০ জনেরও বেশি শ্রদ্ধেয় গুরুকে সংবর্ধনা প্রদান। তাঁদের উত্তরীয়, স্মারক ও সম্মাননা প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। শেষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

রইশ্যাবাড়ি ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক উৎসব উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৯ জুলাই: ধলাই জেলার রইশ্যাবাড়ি টাউন হলে বুধবার উৎসবমুখর পরিবেশে রইশ্যাবাড়ি ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক উৎসব-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে দিনটি স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ৪৪ রাইমা ভ্যালি তপশিলি উপজাতি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা (রিয়াং)। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণ্ডাছড়ার মহকুমা শাসক অভিজিৎ সিং যাদব, ধলাই জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক, গণ্ডাছড়ার মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিক, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যসহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সীতাংশু সাহা স্বাগত ভাষণে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষা, শৃঙ্খলা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান, লোকনৃত্য, আধুনিক নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মিলনায়তন করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পুরস্কার বিতরণী পর্ব। পড়াশোনা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সহপাঠ্যক্রমিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের ট্রফি, পদক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অনিয়মের

● আটের পাতার পর

সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন এবং অনিয়মের মাধ্যমে কেউ যাতে প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে না পারেন, সে বিষয়ে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এদিন এমডিসি উৎপল দেববর্মার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর তিপ্রামথা ব্লকের সভাপতি মহেন্দ্র দেববর্মা, কার্যকরী সভাপতি অশোক দেববর্মাসহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, প্রশাসনের এই উদ্যোগের ফলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হবে এবং প্রকৃত উপভোক্তারা তাঁদের প্রাপ্য সরকারি আবাসনের সুবিধা পাবেন।

উরমাইয়ে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচেতনতামূলক কর্মশালা, গবাদি পশু পালনে উৎসাহ বিধায়ক বিন্দু দেবনাথের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২৯ জুলাই: গ্রামীণ এলাকায় গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণী পালন করে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বুধবার উরমাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচিতে স্থানীয় পশুপালকদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর সূত্রে জানা যায়, এদিন প্রায় ৮০টি গবাদি পশু ও বেশ কয়েকটি ছাগল কর্মসূচিতে আনা হয়। প্রথম পর্বে দপ্তরের চিকিৎসক ও কর্মীরা পশুগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং রোগ প্রতিরোধ ও পরিচর্যা সম্পর্কে পশুপালকদের পরামর্শ দেন। এরপর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকায় গবাদি পশু পালন কমে যাওয়ায় মানুষকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করতে সরকার ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি পশুপালকদের নিয়মিতভাবে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করানোর আহ্বান জানান। বিধায়ক আরও বলেন, গবাদি পশুর বিমা করানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিমা করা থাকলে কোনো কারণে গবাদি পশুর মৃত্যু হলে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়া সম্ভব হবে।

কর্মসূচির শেষে বিভিন্ন শ্রেণিতে সেরা গবাদি পশুর মালিকদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহমূলক পুরস্কার দেওয়া হয়। বিধায়ক জানান, ধনপুর বিধানসভা এলাকায় জনস্বার্থে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কার্যক্রমকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং সচেতনতা বাড়াতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হবে।

সিএইচও নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেপুটেশন, তদন্ত ও নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি ডিওয়াইএফআই-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সিএইচও) নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্যে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। বুধবার এই ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত, নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল এবং ভবিষ্যতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেপুটেশন দেয় ডিওয়াইএফআই। জানা গেছে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে চুক্তিভিত্তিক ১২৬টি কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে নিয়োগের জন্য গত ১ ফেব্রুয়ারি লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১৫ জুলাই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। অভিযোগ, ১৭ জুলাই চাকরিপ্রার্থীরা জানতে পারেন যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৩১ জানুয়ারি, অর্থাৎ পরীক্ষার আগের দিনই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপরই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন চাকরিপ্রার্থীরা এবং আন্দোলনের পথে নামার সিদ্ধান্ত নেন।

চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি প্রকাশিত ফলাফল নিয়েও তাঁদের মধ্যে একাধিক সংশয় তৈরি হয়েছে। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে তাঁরা ইতিমধ্যেই ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন।

এই ইস্যুতেই বুধবার বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবের কাছে স্মারকলিপি দিতে যান। তবে স্বাস্থ্য সচিব বৈঠকে ব্যস্ত থাকায় তাঁদের স্মারকলিপি স্বাস্থ্য অধিকর্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব অভিযোগ করেন, অতীতেও সফটওয়্যার ফর এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (সফেড)-এর বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সফেডের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এবং সংস্থাটি তাদের নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে গিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরির মতো কাজও করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ডিওয়াইএফআই-এর দাবি, কমিউনিটি হেলথ অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়া অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সফেডের ভূমিকা বন্ধ করতে হবে।

মানিক্যনগরে অভিযানে প্রায় ২ লক্ষ গাঁজার চারার নার্সারি ধ্বংস, বাজারমূল্য আনুমানিক ২৪ লক্ষ

আগরতলা, ২৯ জুলাই: রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযানে এবার আরও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। জেলা পুলিশের পাশাপাশি ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর যৌথ অভিযানে বুধবার সিপাহীজলা জেলার কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত মানিক্যনগর এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁজার চারার নার্সারি ধ্বংস করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত ওই অভিযানে আনুমানিক প্রায় ২ লক্ষ গাঁজার চারার নার্সারি নষ্ট করা হয়। উদ্ধার ও ধ্বংস করা চারাগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২৪ লক্ষ বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। অভিযানে ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিক, এসটিএফের জওয়ান এবং সিপাহীজলা জেলা পুলিশের সদস্যরা অংশ নেন। পুলিশের দাবি, চলতি বছরে গাঁজার পূর্ণাঙ্গ বাগান ধ্বংসের পাশাপাশি চাষের প্রাথমিক পর্যায়েই, অর্থাৎ নার্সারি থেকেই গাঁজা নির্মূলের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালীন পুলিশ জানায়, গোপন তথ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গাঁজার নার্সারি ও অবৈধ গাঁজা চাষ চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে ধ্বংস করা হবে। গভীর জঙ্গলে বা দুর্গম এলাকায় গোপনে গাঁজা চাষের যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরও রাজ্য পুলিশ ব্যাপকভাবে গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বহু গাঁজাক্ষেত ধ্বংস করেছিল। সেই অভিযানের ধারাবাহিকতায় চলতি বছর চাষের শুরুতেই নার্সারি ধ্বংসে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল গুলিরাইবাড়ি গ্রামের রাস্তা, সংস্কারের দাবিতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

আগরতলা, ২৯ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে জম্পুইজলা ব্লকের গুলিরাইবাড়ি ভিলেজ এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। প্রায় দুই বছর ধরে রাস্তাটির কোনো সংস্কার না হওয়ায় চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যদিনের যাতায়াতকারী জনগণ।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বর্ষাকালে রাস্তাটির অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বড় বড় গর্ত ও কাদাজলের কারণে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে প্রতিদিন চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে পথচারী, স্কুল-কলেজের পড়ুয়া এবং যানবাহন চালকদের।

স্থানীয়দের দাবি, একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত রাস্তাটির সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। এলাকার বাসিন্দা ও যানবাহন চালকরা দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, জনদুর্ভোগের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে প্রশাসন দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সাত দফা দাবিতে জোলাইবাড়ি সিডিপিও কার্যালয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ২৯ জুলাই: সমকাজে সমবেতন, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাসহ সাত দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার জোলাইবাড়ি আরডি ব্লকের অধীন চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার (সিডিপিও) কার্যালয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন আইসিডিএস প্রকল্পের অধীন কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। ডেপুটেশন চলাকালীন তাঁরা তাঁদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান, সমকাজে সমবেতন নিশ্চিত করা, সুপ্রিম কোর্ট ও ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অবসরের পর গ্র্যাচুইটি ও নিয়মিত পেনশনের ব্যবস্থা করা, সরকারি মোবাইল ভাতা বৃদ্ধি, পরিপূরক পুষ্টি কর্মসূচির বরাদ্দ ও বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দীর্ঘদিনের বকেয়া আর্থিক সুবিধা দ্রুত প্রদান।

কর্মীদের অভিযোগ, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও দায়িত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে তাঁদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। ডেপুটেশন শেষে সিডিপিও-র মাধ্যমে রাজ্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়। কর্মীদের দাবি, সরকার দ্রুত তাঁদের দাবিগুলি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। আন্দোলনকারী সংগঠনের নেতৃত্ব জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। তাঁদের বক্তব্য, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আন্দোলন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

শ্রীমন্তপুর সীমান্তে পুলিশের অভিযানে ৩০.৮ কেজি গাঁজা ও ৫০ বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার, বাজারমূল্য প্রায় ৬.৬০ লক্ষ টাকা

আগরতলা, ২৯ জুলাই: সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার রোধে বড়সড় সাফল্য পেল সোনামুড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে মোবাইল ডিউটির সময় শ্রীমন্তপুর সীমান্ত সড়কের ইউএনসি নগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রায় ৩০.৮০০ কেজি শুকনো গাঁজা এবং ৫০ বোতল এসকফ কফসিরাপ উদ্ধার ও জব্দ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজা ও কফ সিরাপের কোনো দাবিদার না থাকায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সেগুলিকে বেওয়ারিশ মালামাল হিসেবে জব্দ করা হয়েছে।

ঘটনার পর সোনামুড়া থানায় একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের প্রকৃত মালিক এবং এর সঙ্গে জড়িত পাচারচক্রের সদস্যদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া গাঁজা ও এসকফ কফ সিরাপের মোট আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬ লাখ ৬০ হাজার। সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচার রোধে পুলিশের এই অভিযানকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।

উনকোটির উন্নয়নে প্রশাসনকে আরও গতিশীল করার নির্দেশ অভিভাবক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর

কৈলাসহর, ২৯ জুলাই: উনকোটি জেলার অভিভাবক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মঙ্গলবার কৈলাশহর সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে জেলার প্রথম প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে জেলার সার্বিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল, পরিকল্পিত ও জনমুখী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের চলমান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পানীয় জল, সড়ক, বিদ্যুৎ, জনসেবা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জনস্বার্থে গৃহীত প্রতিটি প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গুণগত মান বজায় রেখে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন অভিভাবক মন্ত্রী।

এছাড়াও, উনকোটি জেলার ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক পর্যটনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পর্যটনভিত্তিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষিপণ্য ও স্থানীয় উৎপাদনের মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসারের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বৈঠক শেষে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, জেলার প্রতিটি মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া, প্রতিটি পরিবারকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করা এবং যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহার দিকনির্দেশনায় উনকোটি জেলাকে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাত দফা দাবিতে খোয়াই সিডিপিও-র কাছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ জুলাই: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণের দাবিতে বুধবার খোয়াই আইসিডিএস প্রকল্পের অধীন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা খোয়াই সিডিপিও কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিডিপিও সন্দীপন সাহার কাছে একটি ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি জমা দেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাঁদের সাত দফা দাবির মধ্যে কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং পরিষেবার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। এসব দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপও দাবি করেন তাঁরা। ডেপুটেশন শেষে কর্মীরা সাংবাদিকদের জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করলেও সেগুলির সমাধান হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা স্মারকলিপি ও ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে সাত দফা দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন।

এদিনের কর্মসূচিতে খোয়াই আইসিডিএস প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটেশন গ্রহণ করে বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর আশ্বাস দেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক।

ছেলের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ,

● আটের পাতার পর

জোরপূর্বক বন্ধক রেখে তাঁকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এছাড়াও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক বিয়ে করার অভিযোগও তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। তবে এই অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

নির্যাতনের শিকার বলে দাবি করা ওই মা ও তাঁর অপর ছেলে জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়ে তাঁরা চরম মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছেন। দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ না হলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন বলেও তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে রাজ্য প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁরা নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচারের আবেদন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে অভিযুক্ত জয়ন্ত দে ওরফে গোবিন্দ দাসের প্রতিক্রিয়া শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা যায়নি। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

াঙ্গন

জয়ের ধারা বজায় রাখতে মুখিয়ে নবোদয় প্রথম জয়ের খোঁজে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) পরিচালিত ''সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট''-এর ২২তম ম্যাচে আগামীকাল বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে শক্তিশালী নবোদয় সংঘ এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। রাজধানী আগরতলার ঐতিহ্যবাহী উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল চারটায় শুরু হবে এই রোমাঞ্চকর লড়াই। টুর্নামেন্টে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে মাঠে নামতে চলা দুই দলের জন্যই পয়েন্ট তালিকার অবস্থান মজবুত করার ক্ষেত্রে ম্যাচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে টানা তিন জয়ের পর পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ওঠার দৌড়ে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা নবোদয় সংঘ এবং টানা চার ম্যাচে ড্র করে এখনো প্রথম জয়ের খোঁজে থাকা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের লড়াইকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা লক্ষ করা যাচ্ছে।চলতি লিগে দুই দলের পূর্ববর্তী পারফরম্যান্সের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিপরীতমুখী ফলাফলের চিত্র। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে সরোজ সংঘের কাছে ০-৫ গোলে বড় ধাক্কা খেলেও, চমৎকারভাবে ঘুরে দাঁড়ায় নবোদয় সংঘ। পরবর্তী তিন ম্যাচে যথাক্রমে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ২-১, মৌচাক ক্লাবকে ৩-১ এবং শক্তিশালী ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে হ্যাটট্রিক জয় তুলে নেয় তারা। অন্যদিকে, টুর্নামেন্টে দারুণ লড়াই করলেও ড্র-এর ফাঁদে আটকা পড়েছে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। নিজেদের প্রথম চার ম্যাচের প্রতিটিতেই পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছে তাদের; বিবেকানন্দ ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩, মৌচাক ক্লাবের সঙ্গে ০-০, ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সঙ্গে ১-১ এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঙ্গে ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে তারা। এখন দেখার বিষয়, আগামীকাল নবোদয় সংঘ তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে, নাকি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ড্র-এর বৃত্ত ভেঙে মৌসুমের প্রথম কাঙ্ক্ষিত জয় ছিনিয়ে নেয়।

২ আগস্ট থেকে শুরু বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লীগ, সূচি ঘোষণা টিএফএ-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। রাজ্য ফুটবলে নারী শক্তিকে এগিয়ে নিতে আবারও শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী বৈকুণ্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবল লীগ টুর্নামেন্ট ২০২৬-২৭। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)-এর মহিলা লীগ কমিটির পক্ষ থেকে টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। টিএফএ-র সহ-সভাপতি তথা মহিলা লীগ কমিটির সচিব অমিত দেব এই সূচি প্রকাশ করে জানান যে আগামী ২ আগস্ট থেকে টুর্নামেন্টের খেলাপর্ব শুরু হবে। এবারের আসরে রাজ্যের মোট ৭টি প্রথম সারির ক্লাব অংশগ্রহণ করছে ডিয়ার ক্লাব, ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাব, সিমনার তিলকোমাঝি অ্যাথলেটিক ক্লাব, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব, জম্পুইজলা প্লে সেন্টার এবং রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম সংঘ। রাজধানী আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচেই ২ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় মুখোমুখি হবে ডিয়ার ক্লাব এবং ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাব। সূচি অনুযায়ী ৩ আগস্ট সিমনার তিলকোমাঝি অ্যাথলেটিক ক্লাব বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, ৪ আগস্ট ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব বনাম জম্পুইজলা প্লে সেন্টার এবং ৫ আগস্ট বিকেল ৩টায় রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম সংঘ মুখোমুখি হবে ডিয়ার ক্লাবের। লীগ পর্বের এই রোমাঞ্চকর লড়াই চলবে আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত, যেখানে শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ও ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাব। প্রাথমিক লীগ পর্যায় শেষে পয়েন্ট তালিকার সেরা চারটি দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সুপার লীগ, যেখানে মোট ৬টি ম্যাচ আয়োজিত হবে।টুর্নামেন্টের নিয়মাবলীতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ম্যাচ ৪৫-১০-৪৫ মিনিটের নির্ধারিত বিন্যাসে খেলা হবে। স্থানীয় নারী ফুটবলারদের সুযোগ ও বিকাশ সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি দলকে খেলার পুরো সময় অন্তত্তপক্ষে ৫ জন ত্রিপুরার স্থানীয় খেলোয়াড়কে মাঠে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষিত হলে, পরের দিন সকালে ম্যাচের বাকি অংশের খেলা সম্পন্ন করা হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

বিলোনিয়ায় এস এম কাপ দক্ষিণ জেলা ফুটবল সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। দক্ষিণ জেলার স্কুল ভিত্তিক অনুর্ধ ১৫ ও ১৭ বালক বিভাগের এস এম কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বুধবার অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়া বিকেআই সিন্থেটিক মাঠে। জেলা ভিত্তিক দুই বিভাগের ফুটবল টুর্নামেন্টের এদিন উদ্বোধন করেন দক্ষিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। এছাড়াও ছিলেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, পুর পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য দীপায়ন চৌধুরী সমাজসেবী সায়ন্তন দত্ত,গৌতম সরকার, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক রীতেশ শীল সহ অন্যান্যরা। স্বাগত ভাষন রাখেন যুব ও ক্রীড়া কল্যাণ দপ্তরের জেলা আধিকারিক রীতেশ শীল। তিনি বলেন, প্রতিযোগীতায় দক্ষিণ জেলার ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে থেকে দুটি দল রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে খেলোয়াড়দের সাফল্য কামনা করে, এধরনের উদ্যোগ নেওয়ায় জেলা যুব ক্রীড়া কল্যাণ দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন, খেলা ধুলার উন্নয়নে রাজ্য সরকার অত্যন্ত আন্তরিক।পড়াশুনার পাশাপাশি শরীর মন ভালো রাখতে খেলাধুলা অত্যান্ত জরুরী, ।জেলা পরিষদ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।তিনি আশা প্রকাশ করেন,প্রতিযোগিরা রাজ্য ভিত্তিক প্রতি যোগিতায় জেলার নাম উজ্জল করবে। খেলা শেষে দক্ষিণ জেলা থেকে দুটি দল চ্যাম্পিয়ন হয় বলে জানানো হয় ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে। অনূর্ধ ১৫ বালক বিভাগে সাব্রুম এভেনার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে শান্তিরবাজার একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ফাইনাল ম্যাচে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে রাজ্য ভিত্তিক সুব্রত মুখার্জি ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহন করবে।

জয়ের খরা কাটিয়ে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৪-২ গোলে হারালো স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।।জয়ের খরা কাটিয়ে চলতি ''সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট''-এ প্রথম পূর্ণ ৩ পয়েন্ট অর্জন করল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। বুধবার বিকেল চারটায় রাজধানী আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত লিগের ২১তম রোমাঞ্চকর ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৪-২ গোলের বড় ব্যবধানে পরাস্ত করেছে তারা। দুই দলের জন্যই এটি ছিল টুর্নামেন্টের পঞ্চম ম্যাচ। ম্যাচের শুরুতেই ৬ মিনিটে রেংগ বুঙ্গার গোলে এগিয়ে গিয়ে চমক দিয়েছিল বীরেন্দ্র ক্লাব। তবে ৩০ মিনিটে রেফ্ফু ছাই মগের গোল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে সমতায় ফেরায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৪৬ মিনিটে বিলাশ দেববর্মা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন, কিন্তু ঠিক পরের মিনিটেই (৪৭ মিনিট) প্রীতম সরকার গোল করে বীরেন্দ্র ক্লাবকে খেলায় ২-২ সমতায় ফিরিয়ে আনেন। এরপর ৪৯ মিনিটে রেফ্ফু ছাই মগ নিজের দ্বিতীয় গোল করে আবারও দলকে এগিয়ে দেন এবং ৭৫ মিনিটে বিলাশ দেববর্মা ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করে স্পোর্টস স্কুলের ৪-২ ব্যবধানের দুর্দান্ত জয় সুনিশ্চিত করেন।উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে রেফারির শক্ত হাতে খেলা পরিচালনার চিত্র ফুটে ওঠে, যেখানে বীরেন্দ্র ক্লাবের মোট চারজন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা ম্যাচ চলাকালীন হলুদ কার্ড দেখেন। দলের পক্ষে রেং বুঙ্গা (১০ মি.), রবিউল হাসান (১০ মি.), বিশ্বজিৎ দেব (৪৫ মি.), সোহেল মিয়া (৭৭ মি.) এবং ম্যানেজার পারভেজ ভূঁইয়া শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে হলুদ কার্ডের মুখে পড়েন। ম্যাচটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন রেফারি তাপস দেবনাথ, সত্যজিৎ দেব রায়, রক্তিম সাহা ও উজ্জ্বল দাস। উল্লেখ্য, এই জয়ের ফলে বিগত চার ম্যাচের খরা কাটিয়ে স্বস্তির জয় পেল স্পোর্টস স্কুল; এর আগে তারা মৌচাক ক্লাবের সাথে ২-২ ও পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সাথে ১-১ গোলে ড্র করেছিল এবং নবোদয় সংঘ (১-২) ও সরোজ সংঘের (০-১) কাছে হেরেছিল। অন্যদিকে প্রথম চার ম্যাচে ৩টি পরাজয় ও ১টি ড্র-এর পর পঞ্চম ম্যাচেও বীরেন্দ্র ক্লাবকে পরাজয় নিয়েই মাঠ ছাড়তে হলো।

টিএফএ-র বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন ১৩ আগস্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ)-এর বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১৩ আগস্ট, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার)। আগরতলার প্রেসক্লাব ভবনের দ্বিতীয় তলায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সভাটি শুরু হবে। সংস্থার অনারারি সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত সম্মানীয় সদস্য ও আজীবন সদস্যদের এই বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন।উক্ত সভায় বিগত বছরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং আগামী দিনের দিশা নির্ধারণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। সভার নির্ধারিত সূচির মধ্যে রয়েছে বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও গ্রহণ, অনারারি কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন এবং আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য অডিটর নিয়োগ। এছাড়া সভাপতির অনুমতিসাপেক্ষে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়েও সভায় আলোচনা করা হতে পারে।

প্রগতি প্লে সেন্টারে শ্রদ্ধার্ঘ্য ও ভালোবাসায় পালিত গুরু পূর্ণিমা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই।। বরাবরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো গুরু পূর্ণিমা। প্রগতি স্কুলের মাঠে অবস্থিত ''প্রগতি প্লে সেন্টার''-এ আয়োজিত হয় বিশেষ এই অনুষ্ঠান। দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে এই ক্রিকেট কোচিং সেন্টারটিকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে পরিচালনা করে আসছেন হেড কোচ নয়ন মনি দেববর্মা। মূলতঃ তাঁর হাত ধরেই উঠে এসেছেন অমিত দাস, বিজয় বিশ্বাস এবং বিক্রম দেবনাথযাঁরা বর্তমানে তাঁরই তত্ত্বাবধানে এই সেন্টারের উদীয়মান ক্ষুদে ক্রিকেটারদের কোচিং করাচ্ছেন। গুরু পূর্ণিমার বিশেষ এই দিনে গুরু-শিষ্যের এই সুন্দর বন্ধন আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল প্রগতি প্লে সেন্টারের প্রাঙ্গণে।বুধবার গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রগতি প্লে সেন্টারের মাঠেই একত্রিত হয়েছিলেন সকল খেলোয়াড় এবং তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা। এদিন সবাই মিলে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বরণ করে নেন হেড কোচ নয়ন মনি দেববর্মাকে। অনুষ্ঠানে ক্ষুদে ক্রিকেটাররা তাদের প্রিয় কোচের হাতে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী নানা উপহার তুলে দিয়ে ভালোবাসা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করে। শিষ্যদের এমন ভালোবাসা ও সম্মানে আপ্লুত হন কোচ নয়ন মনি দেববর্মাও। অভিভাবক, খেলোয়াড় ও কোচদের উপস্থিতিতে আনন্দঘন এক আবহে স্মরণীয় হয়ে রইল প্রগতি প্লে সেন্টারের এই গুরু পূর্ণিমা উদযাপন।

একই ইভেন্টে সোনা-ব্রোঞ্জ ভারতের, ইতিহাস গড়ে কমনওয়েলথে একদিনে এল ৬ পদক

একই ইভেন্টে পদক জিতলেন দুই ভারতীয়! একজনের সোনা, আরেকজন জিতলেন ব্রোঞ্জ। প্রথমবার এহেন অভূতপূর্ব সাফল্য এল কমনওয়েলথ গেমসে। এখানেই শেষ নয়। কমনওয়েলথ গেমসের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডেও লেখা হল নতুন ইতিহাস। সবমিলিয়ে পঞ্চম দিনে ভারতের ঘরে এল মোট ৬টি পদক। সেই সঙ্গে একাধিক ক্রীড়াবিদ পদকের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তুলেছেন এদিন।

পঞ্চম দিনের শুরুটা হয়েছিল ভারোত্তোলনে জ্ঞানেশ্বরীর রুপো জয় দিয়ে। ৫৩ কেজি বিভাগে নিজের কেরিয়ারের সেরা পারফরম্যান্স করে মোট ১৯৯ কেজি ওজন তুলেছেন তিনি। তবে তাতেও স্বর্ণপদক অধরা থেকে গিয়েছে খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্প থেকে উঠে আসা এই ক্রীড়াবিদের। তারপরেই এসেছে সর্বেশ কুশারের রুপো। হাই জাম্পে রুপো জিতলেন তিনি। এতদিন পর্যন্ত কমনওয়েলথ গেমসের হাই জাম্পে ভারতের সেরা পারফরম্যান্স ছিল ব্রোঞ্জ। সেই সাফল্যকে ছাপিয়ে কমনওয়েলথ গেমসের সেরা ভারতীয় হাই জাম্পার হিসাবে ইতিহাস লিখলেন সর্বেশ কুশার।

এদিনের সেরা সাফল্যটা এল প্যারা গেমসে। মহিলাদের এফ৫৭ শটপাটে নেমেছিলেন ভারতের দুই কন্যা। দিনের শেষে কমনওয়েলথ পদক গলায় ঝুলিয়ে মাঠ ছাড়লেন তাঁরা। ৯.৮১ মিটার ছুড়ে সোনা জেতেন শর্মিলা ধনকড়। এই প্রথমবার কমনওয়েলথ প্যারা গেমসে কোনও ভারতীয় সোনা জিতলেন। ওই ইভেন্টে চতুর্থ হয়েছিলেন ভারতের আরেক প্রতিযোগী শিল্পা শায়লা। তারপর বাতিল হয়ে যায় তৃতীয় স্থানাধিকারীর থ্রো। ব্রোঞ্জ পান শিল্পা। এই প্রথম একই ইভেন্টে জোড়া পদক পেল ভারত।

ভারোত্তোলন থেকে দিনের শেষে আরও দু'টি পদক পান ভারতীয় অ্যাথলিটরা। পুরুষদের ৭৯ কেজি বিভাগে ভাল্লুরি অজয় বাবু রুপো জেতেন, মোট ৩৩০ কেজি ওজন তুলে। অন্যদিকে মহিলাদের ৫৮ কেজি বিভাগে বিন্দিয়ারানি দেবী তোলেন ১৯৯ কেজি ওজন। তিনি ব্রোঞ্জ জিতে নেন। বক্সিংয়ে পদক নিশ্চিত করার খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছেন শচীন শিয়াচ, অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল এবং সাক্ষী চৌধুরি। তবে অ্যাথলেটিক্সে সার্বিকভাবে ফলাফল ভালো হয়নি এদিন। প্রত্যাশামাফিক পারফর্ম করতে পারেননি এম শ্রীশংকর, গুরিন্দরবীর সিংরা। আপাতত চলতি প্রতিযোগিতা থেকে ১০টি পদক জিতেছে ভারত।

ডোপ পরীক্ষায় বাদ পড়লেন ভারতের দুই অ্যাথলিট

কমনওয়েলথ গেমস শুরু হতে না হতেই ডোপিং বিতর্কে জেরবার ভারত। ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় ভারতের জুডো প্লেয়ার অরুণ কুমার প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পুরুষদের ৭৩ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল তাঁর। ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (নাডা) জানিয়েছে, অরুণের শরীরে অ্যানাবলিক স্টেরয়েড পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে নির্বাসনের নোটিস পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে নামও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কমনওয়েলথ গেমস থেকে।

এবারের কমনওয়েলথ গেমসের জুডো ইভেন্ট শুরু হবে ৩১ জুলাই। গ্লাসগোর উদ্দেশে ভারতীয় দলের রওনা হওয়ার কথা ২৭ জুলাই। এবারের ভারতীয় জুডো দল বেশ শক্তিশালী। প্রথমে ভারতীয় জুডো ফেডারেশন মোট ১৪ জন ভারতীয় প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করেছিল। সাতজন পুরুষ ও সাতজন মহিলা। অরুণ কুমার এবারের জুডোয় ভারতের অন্যতম ভরসা ছিলেন। গত বছর তাইপেতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ওপেনে সোনা জিতেছিলেন তিনি। ফলে তাঁর ছিটকে যাওয়াটা ভারতের বড় ক্ষতি। গতবার কমনওয়েলথে জুডোতে তিনটি পদক পেয়েছিলেন ভারতীয় জুডোকারা। তারমধ্যে ছিল দু'টি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ। গতবারের রুপোজয়ী মহিলা জুডোকা তুলিকা মান এবারও পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার।

শুধু জুডো নয়, ডোপিংয়ের নিয়ম ভাঙার জন্য ভারতের পুরুষ ভারোত্তোলক দিলবাগ সিংও প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। অ্যান্টিং ডোপিং নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে কমনওয়েলথে ভারতের 'কোটা'-ও কমে গিয়েছে। ষোলো থেকে তা কমে দাঁড়িয়েছে এগারোয়। ভারতীয় ভারোত্তোলক ফেডারেশন বারো সদস্যের দল পাঠিয়েছে কমনওয়েলথের জন্য। কিন্তু কোটা কমে যাওয়ায় তা দাঁড়িয়েছে এগারোয়।

এক বিবৃতিতে ফেডারেশন জানিয়েছে, 'গতকালই আমরা জানতে পেরেছি, কোটা কমে গিয়ে এগারো জনে দাঁড়িয়েছে। দিলবাগের পিঠের চোট ছিল। সেই কারণে বার্মিংহ্যামে প্রস্তুতি শিবিরে ও প্রশিক্ষণই নেয়নি।' কমনওয়েলথের আগে ডোপিংয়ের দায়ে পুরুষ ভারোত্তোলক এন অজিত, সাইরাজ পরদেশি এবং হরচরণ সিংকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়া একই কারণে নিষিদ্ধ হয়েছেন মহিলা ভারোত্তোলক বংশিতা ভার্মাও। ভারতীয় ভারোত্তোলনে ডোপিং বরাবর একটা সমস্যা। এবার যা আরও প্রকট হল।

মানকড়ের পর 'ক্লিকি পন্টিং'! আঙুলের চুটকিতে আউটের অভিযোগে নতুন বিতর্ক

ক্রিকেটে বল টেম্পারিং থেকে 'মানকড়' বিতর্ক নতুন নয়। কিন্তু আঙুলের 'ক্লিক' শব্দে ব্যাটারকে আউট করানোর অভিযোগ? এক্কেবারে টাটকা এক বিতর্ক। এমন ঘটনা শোরগোল ফেলেছে ক্রিকেট মহলে। উত্তর ইয়র্কশায়ার ও সাউথ ডারহ্যাম ক্রিকেট লিগের ডিভিশন টু-র একটি ম্যাচে উঠেছে অভিনব প্রতারণার অভিযোগ। তদন্তও শুরু করেছে লিগ কর্তৃপক্ষ। গোটা বিষয়টিকে নেট নাগরিকরা ডাকছেন 'ক্লিকি পন্টিং' নামে।ব্যাপারটা ঠিক কী? অভিযোগ সল্টবার্ন ক্রিকেট ক্লাবের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ব্রায়ান ডিভাইনের বিরুদ্ধে। নর্থ ইয়র্কশায়ার অ্যান্ড সাউথ ডারহাম লিগে সল্টবার্ন ক্রিকেট ক্লাবের দ্বিতীয় একাদশের বিরুদ্ধে খেলছিল মিডলসবরো ক্রিকেট ক্লাবের দ্বিতীয় একাদশ। ম্যাচে অদ্ভুতভাবে আউট হন মিডলসবরোর ব্যাটার সাবির। বল তাঁর ব্যাটের খুব কাছ দিয়ে গেলেও ব্যাটে লাগেনি। কিন্তু ঠিক তখনই এমন একটি শব্দ হয়, যা শুনে মনে হল বল ব্যাটে লেগেছে। সেই শব্দে বিভ্রান্ত হয়ে ফিল্ডাররা ক্যাচের আবেদন করেন। আম্পায়ারও আউট দিয়ে দেন। অবাক হলেও সিদ্ধান্ত মেনে সাজঘরে ফিরতে হয় সাবিরকে।বলটি সাবিরের ব্যাটের খুব কাছ দিয়ে গেলেও ব্যাটে লাগেনি। কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রথম স্লিপে দাঁড়ানো এক ফিল্ডার আঙুলে চুটকি বাজান। ফলে এমন শব্দ হয়, যেন বল ব্যাটে লেগেছে। উইকেটরক্ষক জোশ বোয়েস ক্যাচ ধরেই আউটের আবেদন করেন। আম্পায়ারও পত্রপাঠ আউট দেন। রিপ্লেতে দেখা যায়, বল ও ব্যাটের মধ্যে বিস্তর ফাঁক ছিল। এই ঘটনা সামনে আসতেই সল্টবার্ন ক্রিকেটারদের সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিতর্কের জেরে ক্লাব তাদের ওয়েবসাইট থেকে ম্যাচের কয়েকটি স্ট্রিমও সরিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি, বোয়েসের শেষ ৮ ম্যাচে ৩১টি ক্যাচ এবং এক ইনিংসে ৮টি ক্যাচ ধরার রেকর্ড নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছে অনেকে।মিডলসবরোর অধিনায়ক ররি কটেরিলের দাবি, শুধু ওই একবার নয়, ম্যাচে একাধিকবার তাঁদের ব্যাটারদের সঙ্গে একই রকম প্রতারণা হয়েছে। আম্পায়ারও আউট দিয়ে দেন। অবাক হলেও সিদ্ধান্ত মেনে সাজঘরে ফিরতে হয় সাবিরকে।বলটি সাবিরের ব্যাটের খুব কাছ দিয়ে গেলেও ব্যাটে লাগেনি। কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রথম স্লিপে দাঁড়ানো এক ফিল্ডার আঙুলে চুটকি বাজান। ফলে এমন শব্দ হয়, যেন বল ব্যাটে লেগেছে। উইকেটরক্ষক জোশ বোয়েস ক্যাচ ধরেই আউটের আবেদন করেন। তিনি বলেন, "আমি নন-স্ট্রাইকান এন্ডে দাঁড়িয়ে অন্তত দু'বার এমন ঘটনা দেখেছি। আমাদের দুই তরুণ ব্যাটার এভাবে আউট হয়েছে। একজনের বয়স ১৫ বছর। আরেকজনের ১৬। কিন্তু মাঠে তখন প্রতিবাদ করার মতো পরিস্থিতি ছিল না। সবকিছু এমনভাবে করা হয়েছিল যে, আম্পায়াররাও বুঝতে পারেননি। তাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা ২৯ রানে হেরেছি।" ঘটনাটি লিগ কর্তৃপক্ষের নজরেও এসেছে। তাদের বক্তব্য, "দ্বিতীয় ডিভিশন লিগের ম্যাচে এমন একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। এমন ঘটনা আমরা আশা করিনি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য করা হবে না।" অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষ। যদিও পুরো বিষয়টা এড়িয়ে গিয়েছেন ডিভাইন। তিনি বলেন, "এ বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে পারব না।" তবে ডিভাইনের শাশুড়ি জর্জিয়া ভনের মন্তব্য, "ব্যাপারটা বেশিই মাত্রাছাড়া হয়ে গিয়েছে। ও একজন সৎ মানুষ।"'ক্লিকি পন্টিং' নামটি এসেছে 'ক্লিকি' শব্দটির সঙ্গে 'রিকি' পন্টিংয়ের নামের মিল থেকে। অনেকের মতে, আঙুলের 'ক্লিক' শব্দ করে ব্যাটে বল লেগেছে বলে এই নাম। আম্পায়ারকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগের সঙ্গে ২০০৮ সালের সিডনি টেস্টে রিকি পন্টিংকে ঘিরে হওয়া বিতর্কের মিল পেয়েছেন অনেকে। সেই ম্যাচে স্লিপে মাইকেল ক্লার্কের নেওয়া একটি বিতর্কিত ক্যাচে আম্পায়ার নিশ্চিত না থাকলেও পন্টিং জোর দিয়ে আউটের দাবি করেন। পরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে আউট দেওয়া হলে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। সেখানে ফিল্ডারের কথা মেনে নিয়ে আউট দেওয়া হয়েছিল। তাই নতুন এই বিতর্কে ব্যঙ্গ করেই অনেকে অভিযুক্ত ফিল্ডারের নাম দিয়েছেন 'ক্লিকি পন্টিং'।

বিশ্বকাপের সেরা গোল কোনটা, জানিয়ে দিল ফিফা, মেসির আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে হওয়া গোলকেই বেছে নিলেন দর্শকেরা

আবার শিরোনামে লিয়োনেল মেসির আর্জেন্টিনা। না, কোনও বিতর্কের কারণে নয়। বিশ্বকাপের সেরা গোলের কারণে। মেসি অবশ্য সেই গোল দেননি। উল্টে মেসিদের বিরুদ্ধে হয়েছে সেই গোল।

বিশ্বকাপের সেরা একাদশের পর এ বার সেরা গোল কোনটা, তা জানিয়ে দিল ফিফা। দর্শকদের ভোটের মাধ্যমে ঠিক হয়েছে এ বারের প্রতিযোগিতার সেরা গোল। রাউন্ড অফ ৩২-এ আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে করা কাবো ভার্দের সিডনি লোপেস কাব্রালের গোলটিকেই এ বারের বিশ্বকাপের সেরা গোল বেছে নেওয়া হয়েছে। দর্শকেরা সেই গোলটিকেই সবচেয়ে বেশি ভোট দিয়েছেন।

এ বারের বিশ্বকাপে মোট ৩০৮টি গোল হয়েছে। তার মধ্যেই ১২টি গোল বেছে নিয়েছিল ফিফা। সেই গোলগুলির মধ্যেই দর্শকেরা নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিয়েছেন। কঙ্গোর বিরুদ্ধে উজবেকিস্তানের এলডর শমুরোদভের গোল ও মরক্কোর বিরুদ্ধে হাইতির উইলসন ইসিডরের গোল ছাপিয়ে সেরার শিরোপা পেয়েছে কাব্রালের গোল।

এ বারের বিশ্বকাপে নজর কেড়েছে কাবো ভার্দে। মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলতে নেমে নকআউট পর্বে খেলেছে। গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচেই অপরাজিত ছিল তারা। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনকে আটকে দিয়েছে কাবো ভার্দে। রাতারাতি নায়ক হয়ে উঠেছেন কাবো ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহা।

রাউন্ড অফ ৩২-এ আর্জেন্টিনাকে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। কাবো ভার্দেকে হারাতে ১২০ মিনিট খেলতে হয়েছে মেসিদের। সেই ম্যাচেই অতিরিক্ত সময়ে বাঁ প্রান্তে বল ধরে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে গোল করেন কাব্রাল। গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ বলের কাছেও পৌঁছোতে পারেননি। গোল করে সোজা গ্যালারিতে উঠে মা ও বান্ধবীর সঙ্গে উল্লাস করেন কাব্রাল। সেই গোলকেই এ বারের বিশ্বকাপের সেরা গোল বেছে নিয়েছেন দর্শকেরা।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 1 30-07-2026, 01:06

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সরকার সংখ্যালঘুদের বাস্তব সম্মত ও ইতিবাচক পরিবর্তনের চেষ্টা করছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ জুলাই: প্রতিটি ধর্মের মানুষই ত্রিপুরার উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের অংশীদার। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য এটাই দেশ ও রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। সবকা সাথ, সবকা বিকাশের এটা একটা অন্যতম ভিত। আজ প্রজ্ঞা ভবনে ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন লিমিটেডের উদ্যোগে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বনির্ভরতা, নারী স্বশক্তিকরণ ও তাদের নিরাপত্তা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। রাজ্য সরকারও সেই দিশায় কাজের মাধ্যমে রাজ্যে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে চায়। মনে রাখা দরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে ভালো কাজই বিশ্বাস অর্জনের অন্যতম পথ। সরকার সংখ্যালঘুদের বাস্তবসম্মত ও ইতিবাচক পরিবর্তনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন দেশগুলিতে নারীদের আর্থসামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই তবে আজ আমাদের দেশের সংখ্যালঘু নারীদের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন শিক্ষিত কন্যা মানেই একটি শক্তিশালী পরিবার। তাই সরকার সংখ্যালঘু নারীদের সমস্ত নিরাপত্তা রক্ষায় বদ্ধপরিকর। বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রতিটি ধর্মই সরকারের কাছে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ। নানা ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য থাকলে দেশ তথা রাজ্যে সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকে এবং তাতে নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার পথ প্রশস্ত হয়। একটা সরকারি সহায়তা বা ঋণ একটা মানুষের ভবিষ্যত ও তার পরিবারকে বদলে দিয়ে স্বনির্ভরতার পথে নিয়ে যেতে পারে। তাতে সমাজের অন্যদের মধ্যেও আত্মবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। রাজ্যের সংখ্যালঘু অংশের মানুষের আরও দ্রুত আর্থসামাজিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩২২ কোটি টাকার নানা প্রকল্প অনুমোদনের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে সংখ্যালঘু অংশের সুবিধাভোগীদের হাতে উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা ক্ষেত্রের জন্য ঋণের চেক তুলে দেন। আজ সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগমের পক্ষ থেকে ২৮ জন সংখ্যালঘু সুবিধাভোগীদের হাতে ৬৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে এবছর রাজ্যের হজ যাত্রীদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয় এবং হজ যাত্রার উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান মহম্মদ জসীম উদ্দিন, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবস্বর আলি, ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম, প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া, সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের বিশেষ সচিব নির্মল অধিকারী, সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগমের জিএম সৌরভ আলহাসান।

৫ দিন ধরে নিখোঁজ যুবক, অসহায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: গত পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন উত্তর চেবরী দিব্যোদয় চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা দীপ্ত দেবনাথ। দীর্ঘ প্রায় আট বছর ধরে তিনি ওই এলাকায় একটি বাইক ও স্কুটি মেরামতের দোকান পরিচালনা করে আসছিলেন। হঠাৎ তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে পরিবার ও এলাকাজুড়ে।

পরিবারের দাবি, ঘটনার দিন সকালে প্রতিদিনের মতো দোকানে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান দীপ্ত দেবনাথ। এরপর থেকে আর তিনি বাড়িতে ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতজনসহ বিভিন্ন সম্ভাব্য স্থানে খোঁজাখুঁজি চালিয়েও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি।

নিখোঁজ যুবকের মা জানান, "সকালে দোকানে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল, এখনও ছেলের কোনো খোঁজ নেই। আমরা খুবই উদ্বিগ্ন।" এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, দীপ্ত দেবনাথ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সেই ঋণ পরিশোধে সমস্যার কারণেই তিনি নিখোঁজ হয়ে থাকতে পারেন বলে স্থানীয়ভাবে আলোচনা চলছে। তবে এই দাবির সত্যতা এখনও সরকারি বা প্রশাসনিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

এদিকে, নিখোঁজ যুবকের পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসী বিভিন্ন জায়গায় তাঁর খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে দ্রুত তাঁর সন্ধান পাওয়ার জন্য প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

চাকরির দাবিতে শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ টেট উত্তীর্ণদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: চাকরির দাবিতে বুধবার ফের শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন ২০২৪ সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। ত্রিপুরা শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের চলমান ইউজিটি ও জিটি নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন, সুপারিশ তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ এবং অবশিষ্ট যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত জিটি পদ সৃষ্টির দাবিতে তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর ও ত্রিপুরা শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের কাছে পৃথক দুটি ডেপুটেশন জমা দেন।

প্রথম ডেপুটেশনটি প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার উদ্দেশে প্রদান করা হয়। সেখানে টেট উত্তীর্ণদের দাবি, চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার পাশাপাশি জিটি পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অবশিষ্ট যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ইউজিটি পদ ১,০৩৬টি এবং জিটি পদ ১,০২০টি হলেও জিটি পদের জন্য প্রায় ১,৫০০ জন যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন। ফলে বহু যোগ্য প্রার্থী নিয়োগের বাইরে থেকে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ডেপুটেশনে আরও উল্লেখ করা হয়, এনআইওএস-সংক্রান্ত মামলার অজুহাতে সুপারিশ তালিকা প্রকাশে বিলম্ব করা হচ্ছে। তবে হাইকোর্টের বিভিন্ন রায় পর্যালোচনার ভিত্তিতে তাঁদের দাবি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল টি-টেটের শংসাপত্র প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ওই প্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো নির্দেশ আদালত দেয়নি। তাই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অধিকর্তার হস্তক্ষেপ কামনা করেন তাঁরা।

পরে ত্রিপুরা শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের কাছেও পৃথক একটি ডেপুটেশন জমা দিয়ে ইউজিটি ও জিটি পদের সুপারিশ তালিকা দ্রুত প্রকাশের দাবি জানান টেট উত্তীর্ণরা। তাঁদের অভিযোগ, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনও সুপারিশ তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় প্রার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপ বাড়ছে। প্রতিবাদকারীদের দাবি, সাম্প্রতিক কয়েকটি মামলায় আদালত সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের শংসাপত্র প্রদানের নির্দেশ দিলেও চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো নির্দেশ দেয়নি। তাই আর বিলম্ব না করে অবিলম্বে সুপারিশ তালিকা প্রকাশ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের প্রতি আবেদন জানান টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা।

বিশ্রামগঞ্জে দুই ঠিকাদারকে হামলার চেষ্টা, রক্ষা করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৯ জুলাই: সিপাহিজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (ডিডব্লিউএস) মহকুমা কার্যালয়ের সামনে দুই ঠিকাদারকে হামলার চেষ্টার ঘটনায় বুধবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে দুপুর প্রায় আড়াইটার দিকে। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই ঠিকাদারকে উদ্ধার করে নিরাপদে বিশালগড় পৌঁছে দেয়।

পুলিশ ও দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডিডব্লিউএসের একটি কাজের বিষয়ে আলোচনা করতে মহকুমা আধিকারিক (এসডিও) সুবল দাসের ডাকে বিশালগড়ের দুই ঠিকাদার অরবিন্দ সাহা ও বিশ্বজিৎ দেববর্মা তাঁর কার্যালয়ে যান। আলোচনা শেষে অফিস থেকে বের হওয়ার সময় কয়েকজন যুবক তাঁদের লক্ষ্য করে তেড়ে আসে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দুই ঠিকাদার দ্রুত এসডিও-র দপ্তরে ফিরে আশ্রয় নেন। ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের উদ্ধার করে। পরে নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশি পাহারায় দুই ঠিকাদারকে বিশালগড় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে এসডিও সুবল দাস জানান, একটি সরকারি কাজের বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি দুই ঠিকাদারকে কার্যালয়ে ডেকেছিলেন। বৈঠক শেষে বের হওয়ার সময় কয়েকজন যুবক তাঁদের আক্রমণের চেষ্টা করে বলে তাঁরা তাঁর কাছে আশ্রয় নেন। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, দুই ঠিকাদারের দাবি, হামলার চেষ্টা করা ব্যক্তিদের তাঁরা চেনেন না। কেন তাঁদের লক্ষ্য করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে, সে বিষয়েও তাঁরা নিশ্চিত নন। তবে ডিডব্লিউএসের কাজকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনার সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁদের অনুমান।

উল্লেখ্য, অতীতে ডিডব্লিউএস দপ্তরের কাজকে কেন্দ্র করে বিরোধ ও সংঘর্ষের জেরে বিশালগড় থেকে মহকুমা কার্যালয় বিশ্রামগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় সূত্রের দাবি, দপ্তরের বিভিন্ন কাজের বরাদ্দকে কেন্দ্র করে এখনও মাঝেমধ্যেই উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তবে এই দাবির বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রবীণ সাংবাদিক কাজল চন্দ্র দত্তের প্রয়াণ, শোকস্তব্ধ সংবাদমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ও প্রবীণ সাংবাদিক কাজল চন্দ্র দত্ত বুধবার সকালে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর এদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ অরুন্ধতীনগরের ৭ নম্বর রোডস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আশির দশক থেকে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কাজল চন্দ্র দত্ত। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দৈনিক দেশের কথা পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন।

তাঁর প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সংবাদমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। সাংবাদিক, সংবাদকর্মী, চিত্রসাংবাদিকসহ তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অরুন্ধতীনগরের বাসভবনে ভিড় জমান।

পরে তাঁর মরদেহ অরুন্ধতীনগরের বাসভবন থেকে দৈনিক দেশের কথা কার্যালয় হয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আনা হয়। সেখানে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সম্পাদক রমাকান্ত দে, প্রবীণ সাংবাদিক সমীর পাল, সমীর ধর, সুজিত চক্রবর্তী, তাপস দেবনাথসহ প্রেস ক্লাবের পরিচালন কমিটির সদস্য, সাংবাদিক, চিত্রসাংবাদিক এবং সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টজনেরা ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরবর্তীতে মরদেহ আগরতলা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চিকিৎসা শিক্ষার স্বার্থে তাঁর দেহ আগরতলা মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয়।

প্রবীণ এই সাংবাদিকের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। এক শোকবার্তায় ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক 'বছর বাঁচাও' পরীক্ষার ফল প্রকাশ ৩০ জুলাই

আগরতলা, ২৯ জুলাই : ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (টিবিএসই) পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক 'বছর বাঁচাও' পরীক্ষার ফলাফল আগামী ৩০ জুলাই প্রকাশ করা হবে।

টিবিএসই-এর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়ের প্রধানদের জানানো হয়েছে, ৩০-০৭-২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টায় মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক 'বছর বাঁচাও' পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাদের ছাত্রছাত্রীদের মার্কশিট ও সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কার্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুর পাশে চাইল্ড হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: বাবার মৃত্যুর পর মা অন্যত্র বিয়ে করে চলে যাওয়ায় দক্ষিণ ত্রিপুরার মনিরামপুর গ্রামের ১২ বছর বয়সী মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু এলান ত্রিপুরার জীবন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধা দিদিমা পূর্ণলক্ষী ত্রিপুরার আশ্রয়েই কোনোরকমে দিন কাটছিল শিশুটির।

বয়সের ভারে ন্যুব্জ দিদিমার পক্ষে নাতির দেখভাল করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ায় তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। পূর্ণলক্ষী ত্রিপুরা একাধিকবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সমাজের বিভিন্ন মানুষের দ্বারস্থ হলেও কার্যকর সহায়তা পাননি বলে অভিযোগ। পরে সংবাদমাধ্যমে শিশুটির অসহায় অবস্থার খবর প্রকাশিত হলে বিষয়টি দক্ষিণ ত্রিপুরা চাইল্ড হেল্পলাইনের নজরে আসে। খবর পেয়ে চাইল্ড হেল্পলাইনের একটি দল মনিরামপুরে গিয়ে শিশুটির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে।

পরবর্তীতে শিশুটির নিরাপত্তা, সুরক্ষা, সঠিক পরিচর্যা এবং ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলান ত্রিপুরাকে উদ্ধার করে তাঁর দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে বিশালগড়ের স্বাবলম্বন চিলড্রেনস হোমে স্থানান্তর করা হয়।

বর্তমানে ওই আবাসনেই শিশুটির থাকা-খাওয়া ও প্রাথমিক পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাত দফা দাবিতে জোলাইবাড়ি সিডিপিও কার্যালয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ২৯ জুলাই: সমকাজে সমবেতন, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাসহ সাত দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার জোলাইবাড়ি আরডি ব্লকের অধীন চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার (সিডিপিও) কার্যালয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন আইসিডিএস প্রকল্পের অধীন কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। ডেপুটেশন চলাকালীন তাঁরা তাঁদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান, সমকাজে সমবেতন নিশ্চিত করা, সুপ্রিম কোর্ট ও ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অবসরের পর গ্র্যাচুইটি ও নিয়মিত পেনশনের ব্যবস্থা করা, সরকারি মোবাইল ভাতা বৃদ্ধি, পরিপূরক পুষ্টি কর্মসূচির বরাদ্দ ও বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দীর্ঘদিনের বকেয়া আর্থিক সুবিধা দ্রুত প্রদান।

কর্মীদের অভিযোগ, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও দায়িত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে তাঁদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। ডেপুটেশন শেষে সিডিপিও-র মাধ্যমে রাজ্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়। কর্মীদের দাবি, সরকার দ্রুত তাঁদের দাবিগুলি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। আন্দোলনকারী সংগঠনের নেতৃত্ব জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। তাঁদের বক্তব্য, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আন্দোলন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বাসুদেব মন্দিরে বিশেষ গুরু সম্মাননা অনুষ্ঠান, উপস্থিত টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মতিথি উপলক্ষে বুধবার রাজ্যজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় গুরু পূর্ণিমা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই দিনটি 'ব্যাস পূর্ণিমা' নামেও পরিচিত। বেদ সংকলন, মহাভারত রচনা এবং বহু পুরাণের প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাসের অবদানের স্মরণে প্রতি বছর এই তিথিতে গুরু পূর্ণিমা উদযাপিত হয়।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে মানুষ তাঁদের গুরু, শিক্ষক, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ও শিক্ষাদাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এদিন নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে গোমতী জেলার পটুনগরের বাসুদেব মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ গুরু সম্মাননা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের চেয়ারম্যান রতন ঘোষসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বহু ভক্ত-অনুরাগী।

অনুষ্ঠানে গুরু-শিষ্য পরম্পরার গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং সমাজে শিক্ষক ও আধ্যাত্মিক গুরুর অবদান স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বিজেপি নেত্রীর পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ নিধনের অভিযোগ, তদন্তে সাব্রুম থানার পুলিশ

সাব্রুম, ২৯ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম থানার অন্তর্গত পশ্চিম হরিণা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিখা দাসের বাড়ির পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, গতকাল গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা শিখা দাসের বাড়ির পুকুরে বিষ ঢেলে দেয়। বুধবার সকালে পরিবারের সদস্যরা ঘুম থেকে উঠে পুকুরের কাছে গিয়ে দেখতে পান, প্রচুর মাছ মরে পুকুরের জলে ও পাড়ে ভেসে রয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই হতবাক হয়ে যান পরিবারের সদস্যরা।

খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পরে খবর দেওয়া হয় সাব্রুম থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং পঞ্চায়েত প্রধান শিখা দাসের সঙ্গে কথা বলে।

শিখা দাস পুলিশকে জানান, কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা পরিবারের কেউ দেখতে পাননি। তবে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা পুকুরে বিষ ঢেলে থাকতে পারে বলে তাঁর সন্দেহ।

পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে সাব্রুম থানার পুলিশ। পরিবারের দাবি, এই ঘটনায় প্রায় পাঁচ কুইন্টাল মাছ নষ্ট হয়েছে, যার বর্তমান বাজারমূল্য দেড় লক্ষ টাকারও বেশি।

এদিকে, পরপর এমন ঘটনায় সাব্রুমের সচেতন নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, এর আগে দমদমা এলাকায় এক দরিদ্র ব্যক্তির রাবার বাগান নষ্ট করার ঘটনা ঘটেছিল। এবার পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ মেরে ফেলার ঘটনায় দুষ্কৃতীদের দ্রুত শনাক্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টার্টআপের উদ্যোগে অসমের বন্যাদুর্গতদের কাছে পৌঁছাল বিশুদ্ধ পানীয় জল

আগরতলা, ২৯ জুলাই: ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনকিউবেটেড স্টার্টআপ ইনস্টাওয়াটার অসমের বন্যাকবলিত অমগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৩০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে ২,০০০ লিটারেরও বেশি বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করেছে। স্টার্টআপটির প্রতিষ্ঠাতা এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হরজিৎ নাথ এই তথ্য জানান।

ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.টেকের ছাত্র আশিম এবং ইনস্টাওয়াটারের টেকনিশিয়ান সান্টানু। তাঁরা স্টার্টআপটির পেটেন্টপ্রাপ্ত মোবাইল জল পরিশোধন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বন্যাকবলিত এলাকায় দূষিত জল বিশুদ্ধ করে স্থানীয় মানুষের হাতে নিরাপদ পানীয় জল তুলে দেন।

অধ্যাপক হরজিৎ নাথ জানান, এই বহনযোগ্য জল পরিশোধন ব্যবস্থা বিশেষভাবে বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবিক সংকটের সময় দ্রুত মোতায়েনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রযুক্তিটি দূষিত পৃষ্ঠজল ও বন্যার জল ঘটনাস্থলেই পরিশোধন করে নিরাপদ পানীয় জলে রূপান্তর করতে সক্ষম, বিশেষ করে যেখানে নিয়মিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। তিনি বলেন, বন্যার সময় নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্যতা সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনগুলির মধ্যে একটি। ত্রিপুরায় উদ্ভাবিত এই স্বদেশি প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে দ্রুত বিশুদ্ধ জল পৌঁছে দেওয়া এবং জলবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো। ভবিষ্যতেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্যোগ মোকাবিলায় আমরা এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখব।

অধ্যাপক নাথের মতে, এই উদ্যোগ প্রমাণ করেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক গবেষণা ও উদ্ভাবন কীভাবে বাস্তব মানবিক সংকট মোকাবিলায় কার্যকর সমাধান হিসেবে কাজ করতে পারে।

তিনি আরও জানান, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইনস্টাওয়াটার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য বহনযোগ্য ও মোবাইল জল পরিশোধন প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অনিয়মের অভিযোগ, তদন্তের দাবি এমডিসি উৎপল দেববর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুলাই: খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন নোনাছড়া ও কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (পিএমএওয়াই) ঘর প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযোগ ওঠার পর বুধবার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হন ১১ মহারাণী এডিসি কেন্দ্রের এমডিসি উৎপল দেববর্মা। এদিন তিনি মুঙ্গিয়াকামী ব্লক কার্যালয়ে গিয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠকে নোনাছড়া ও কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের পাশাপাশি ব্লকের অধীন অন্যান্য ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রকৃত গৃহহীন ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল বহু পরিবার এখনও সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে, যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ না করেও কিছু ব্যক্তি এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বৈঠকে এমডিসি উৎপল দেববর্মা বিষয়টির নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানান। পাশাপাশি প্রকৃত উপভোক্তাদের তালিকা পুনরায় যাচাই করে যাঁরা এখনও সরকারি আবাসনের সুবিধা পাননি, তাঁদের দ্রুত প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

বিডিও অভিযোগগুলিকে গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। তিনি জানান, ব্লকের অধীন প্রতিটি অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হবে। প্রকৃত উপভোক্তারা যাতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত দুই চালক পলাতক, তদন্তে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারে বেপরোয়া গতির একটি অজ্ঞাতপরিচয় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হলেন সুভাষ কলোনি এলাকার বাসিন্দা পঞ্চানন্দ রায়। দুর্ঘটনায় তাঁর সঙ্গে থাকা আরও এক ব্যক্তি আহত হন। ঘটনার পর অভিযুক্ত মোটরসাইকেল চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার শান্তিরবাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে পঞ্চানন্দ রায় ও তাঁর এক সহযোগী রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি মোটরসাইকেল সজোরে ধাক্কা মারে। এতে দু'জনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিরবাজার দমকল বিভাগের উদ্ধারকারী দল। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত পঞ্চানন্দ রায়ের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।

তাঁকে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা অপর আহত ব্যক্তির পরিচয় ও শারীরিক অবস্থার বিষয়ে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। দুর্ঘটনার পর মোটরসাইকেল চালক পালিয়ে যাওয়ায় বাইকটির নম্বরও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে পলাতক চালকের সন্ধান চালানো হচ্ছে।

ছেলের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ, আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ জুলাই: ছেলের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ তুলে আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি দিলেন এক অসহায় মা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি চড়িলামের রাজীব কলোনি কালিটিলা এলাকার।

অভিযোগ, জয়ন্ত দে ওরফে গোবিন্দ দাস নামে এক ব্যক্তি ধর্মীয় পরিচয় ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর মায়ের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে আসছেন। নির্যাতনের পাশাপাশি টাকা-পয়সা ও সম্পত্তির জন্য মাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন ওই বৃদ্ধা।

অভিযোগকারী মায়ের দাবি, তাঁর ছেলে একটি ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক সংস্থা পরিচালনার নাম করে তাঁর কাছ থেকে অর্থ ও সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছেন। সম্প্রতি বসতবাড়ি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
30-07-2026, 00:48